ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 November, 2023 ■ আগরতলা ১৭ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ মধ্যপ্রদেশে ২৩০ ও ছত্তিগড়ে ৭০ আসনে ভোট গ্রহণ

ভোপাল ও রায়পুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে শুক্রবার, ১৭ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মধ্যপ্রদেশে শুক্রবারই এক দফায় সম্পন্ন হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনেই ভোটগ্রহণ হবে শুক্রবার।

ভোটগ্রহণকে ঘিরে ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা ১১৬। ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ১১৪, বিজেপি ১০৯, বিএসপি ২ এবং নির্দল ও অন্যেরা ৫টি আসনে জেতে। শেষ পর্যন্ত বিএসপি এবং নির্দলদের সমর্থনে সরকার গড়েছিল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কমল নাথ।

কিন্তু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে ২০২০-র মার্চে ২২ জন কংগ্রেস বিধায়কের বিদ্রোহের জেরে গদি হারান কমল নাথ। চতুর্থ বারের জন্য মধ্যপ্রদেশের কুর্সি পেয়েছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। এবার কী হয়, তা দেখা যাবে ৩ ডিসেম্বর।

১৭ নভেম্বরই ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন হবে, ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে শুক্রবার। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে প্রথম দফায় গত ৭ নভেম্বর ২০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, মোট ৯০টি আসনের মধ্যে বাকি ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে শুক্রবার। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে দেড় দশকের বিজেপি শাসনের ইতি ঘটিয়ে প্রথম বার বিধানসভা ভোটে জিতে ছত্তিশগড়ে ক্ষমতা দখল করেছিল কংগ্রেস। রাজ্যের ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬৮টি জিতেছিল তারা। বিজেপি ১৫টিতে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর দল 'জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড়' (জেসিসি) পাঁচটি এবং তার সহযোগী বিএসপি দু'টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিল। গত ৭ নভেম্বর প্রথম দফায় মাওবাদী উপদ্রুত ২০টি আসনে ভোট হয়েছে। শুক্রবার হবে বাকি ৭০টিতে। প্রসঙ্গত, আগামী ৩ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় ছাড়াও রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে ভোটগণনা।

জাতীয় প্রেস দিবসে

সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা যায় না ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বর্তমান সরকার সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক বান্ধব সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তথ্য সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে দূরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। জনগণের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা যেন সবার কাছে পৌঁছাতে পারে সেজন্য সাংবাদিকদের আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে প্রচার করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত জাতীয় প্রেস দিবসের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা যায় না। রাজ্য সরকার সংবাদমাধ্যমের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের পেনশন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবীমা, সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালার আয়োজন, বিজ্ঞাপন নীতির সংশোধন ও এই খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, আগরতলা প্রেস ক্লাবের উন্নতি, কর্মরত সাংবাদিকদের আরও বেশি সংখ্যায় অ্যাক্রিডিটেডশন দেওয়া প্রভ'তি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গতকাল চালু হওয়া প্রতি ঘরে সুশাসন দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জনগণের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচি সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা বা কোথাও ঘাটতি রয়েছে কিনা তা সংবাদমাধ্যমই তুলে ধরবে। জাতীয় প্রেস দিবসে তিনি রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তিনি প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া গঠনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, সাংবাদিকগণ সমাজ জীবনের দর্পণ। সুস্থ সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ টাকা নিয়ে মারপিট মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ নভেম্বর।। ৫ টাকার জন্য ঝামেলা বেঁধে খুন হতে হয়েছে এক ব্যক্তিকে। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে। মৃত ব্যক্তির নাম গুপী মোহন ত্রিপুরা। ঘটনায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বাড়ি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন আইজি মনচাক ইপার। সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা সহ বিলোনিয়া এবং শান্তির বাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় বিলোনিয়া থানাধীন রতনপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির বন্ধু দংখিও মগের সাথে মূলত পাঁচ টাকা নিয়ে ঝামেলা বাঁধে মৃত গুপী মোহন ত্রিপুরার। এই ঘটনা নিয়ে রাতে দুই বন্ধু পলাশ পালের বাড়িতে গেলে ঘটে বিপত্তি। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরে মারামারি শুরু হয় তাদের মধ্যে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশই পারে হাসপাতাল সম্পর্কে মানুষকে ভয় মুক্ত করতে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। হাসপাতালে এমন একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত যাতে হাসপাতাল সম্পর্কে কোন ভয় না থাকে। আজ বৃহস্পতিবার এজিএমসি ও জিবিপি পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু।

আজ সকালে রাজ্যপাল আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁকে হাসপাতালে স্বাগত জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড় সন্দীপ আর রাঠোর, এজিএমসি'র প্রিন্সিপাল ডা. অনুপ সাহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, জিবি হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার প্রমুখ। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু জিবিপি হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং এই বিভাগগুলিতে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা খতিয়ে দেখেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন করে রাজ্যপাল জানান, এটি অধিক সুবিধা সম্পর্কযুক্ত একটি রেফারেল হাসপাতাল এবং এই হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা সবার কাছেই যাওয়া উচিত। তিনি বলেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলিও তাদের রোগীদের সরকারি হাসপাতালে রেফার করছে। যদি ছোটখাটো বিষয়গুলির দিকেও নজর দেওয়া হয় তবে সরকারি হাসপাতালগুলির সুনাম বৃদ্ধি পাবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে বাস ও ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় ১১ জন যাত্রী। দুই যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁরা। আহতদের মধ্যে ৮ জনকে উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে এবং বাকিদের তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই সময় খুমুলুঙ থেকে খোয়াই দিকে যাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দের্ববমা। দূর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ সকালে বড়মুড়া পাহাড়ে বাঁক নিতে গিয়ে ম্যাক্স গাড়ি ও বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা কমপক্ষে ১১ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। ওই সময় খুমুলুঙ থেকে খোয়াই দিকে যাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দের্ববমা। সাথে সাথে তিনি এম্বুলেন্স ও দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের মধ্যে ৮ জনকে জিরানিয়া হাসপাতালে এবং বাকীদের তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।জিরানিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ৮ জনের অবসা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে সানান্তর করেছেন।

জাতীয় প্রেস দিবস-২০২৩ : সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা যায় না, বললেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর : বর্তমান সরকার সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক বান্ধব সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তথ্য সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে দূরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। জনগণের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা যেন সবার কাছে পৌছাতে পারে সেজন্য সাংবাদিকদের আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে প্রচার করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত জাতীয় প্রেস দিবসের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা যায় না। রাজ্য সরকার সংবাদমাধ্যমের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের পেনশন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবীমা, সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালার আয়োজন, বিজ্ঞাপন নীতির সংশোধন ও এই খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, আগরতলা প্রেস ক্লাবের উন্নতি, কর্মরত সাংবাদিকদের আরও বেশি সংখ্যায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির পরই শীত জাঁকিয়ে আসছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই আজ বৃহস্পতিবার নিম্নচাপের ফলে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে রাজ্যে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছিল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। বিকেল থেকেই হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্যে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর গতকালের নিম্নচাপ এলাকা পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে। গতকাল ১৫ নভেম্বর তা পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ১৪.৫৹এন অক্ষাংশ এবং ৮৬.৮৹ই দ্রাঘিমাংশের কাছে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যার ফলে এই বৃষ্টিপাত হয়েছে রাজ্যে। মৌসম বিভাগের অনুমান, ১৭ নভেম্বর সকালে ওড়িশা উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এবং ১৮ নভেম্বর সকালে উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারবে না ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারবে না, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী বিজেপি নিজেই, জনবিচ্ছিন্ন সরকার কালোবাজারি, পুঁজিপতি, বেআইনি মজুতদার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করছে এই সরকার। এই সরকার জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করছে না' - এক প্রতিবাদ সভা থেকে তীব্র ভাষায় বিজেপি সরকারেকে তুলোধনা করলেন সিপিআইএম পলিটবুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

আজ বিলোনিয়া এক নং টিলাতে প্রতিবাদ সভায় ভাষন রাখতে গিয়ে বিজেপি দলকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করছেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো মানিক সরকার। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার, রেগার বকেয়া মজুরী পরিশোধ করা সহ জনগনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছে আজ বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী রতন লাল নাথ

রাজ্যে ভোটার তালিকায় সংশোধনীতে ২৮৭৭১ টি আবেদন জমা, বেড়ে ১২৫৬৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীতে ২৮৭৭১টি আবেদন জমা পড়েছে। এছাড়া, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে গত ১ নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ১২৫৬৮ জন বৃদ্ধি হয়েছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন নির্বাচন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। তাই, ত্রিপুরায় সমস্ত বৈধ ভোটারদের কাছে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৮ জন ভোটার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৫৩ জন এবং মহিলা ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮২৫ জন ভোটার রয়েছেন। এদিকে, গত ১ নভেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরায় ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৬ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ১৪ লক্ষ ২০ হাজার ৯৭৩ জন এবং মহিলা ১৪ লক্ষ ৫ হাজার ৭৩ জন ভোটার রয়েছেন। তিনি জানান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলা সম্পর্ক মডেলে পরিণত হয়েছে ঃ জয়শঙ্কর

মনির হোসেন

ঢাকা,নভেম্বর ১৬।। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, পারস্পরিক সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বর্তমানে একটি মডেলে পরিণত হয়েছে। লন্ডনে এক আলাপচারিতায় তিনি বলেন, দুই দেশ স্থল ও সামুদ্রিক সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে।

লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে সাংবাদিক লিওনেল বারবারের সঙ্গে আলাপকালে লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীমের এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। জয়শঙ্কর সংযোগ সহযোগিতা, জ্বালানি সরবরাহ ও বন্দরের ব্যবহার তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বুধবার যুক্তরাজ্যে তার পাঁচ দিনের সফর শেষ করেছেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন বলেছেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের "টু প্লাস টু" সংলাপের ধারণাগত সূত্রপাত ২০১৭ সালে। পরে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ভারতের নয়াদিল্লিতে। "টু প্লাস টু" সংলাপটি মূলত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সার্বিক দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি আলোচনার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত।তিনি আরও বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সংলাপে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নানান বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সে আলোচনায় বৃহত্তর বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নানান দিক উঠে আসা স্বাভাবিক। আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে কী আসবে, না আসবে তা এই দু'দেশের নিজস্ব ব্যাপার।

তিস্তা চুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশ ভারত থেকে কোনো বার্তা পেয়েছে কি না- এ প্রশ্নের জবাবে সেহেলী সাবরীন বলেন, আপনারা জানেন তিস্তা নদীর পানি বণ্টনসংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে বাংলাদেশ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অগ্রগতি হলে তা যথাসময়ে আমরা আপনাদের জানাব।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৪১ ◘ ১৭ নভেম্বর ২০২৩ইং◘ ৩০ কার্তিক◘ শুক্রবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে

গোটা বিশ্বেই জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার দিক দিয়া অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্র হিসেবে ভারত গোটা বিশ্বে পরিচিত। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইলেও সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে ওদের ভবিষ্যতে দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। মানুষের বসবাস উপযোগী ঘর বাড়ি তৈরি করিবার জন্য ফসল উপযোগী জমি কমিতেছে। ফলে সমস্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করিতেছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসিতেছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হইতেছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় আসিয়াছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়িতেছে। ক্রমশ ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামিতেছে দেশ। এমনকি শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারটুকু পাইতেছে না। বাড়িতেছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশুর অপুষ্টি। এসব কেন ঘটিতেছে, প্রশ্ন তুলিলেই এক দল ধুরন্ধর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নাই। পপুলেশন না কমিলে কিছুই করা যাইবে না। এত মানুষ যাইবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাইবে কে? তাঁহাদের মতে, জনসংখ্যাই হইতেছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই ‘পপুলেশন’। তাহাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই সবার খাদ্য মিলিতেছে না, সবার কাজ জুটিতেছে না।গভীরে ভাবিলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যিই কি সবার জন্য খাদ্য নাই? বাজারে, শপিং মলে গেলে থরে থরে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কাহারা? কখনও শোনা গেছে, আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতি বা তাহাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অনাহার ,যত বেকারি ,যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খাটিয়া খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়িতেছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে।বিগত দুই বছরের করোনা অতিমারির কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হাটিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, পথশ্রমে অনাহারে অসুস্থতায় মারা যাইতেছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলিয়া যাইতেছে, হাসপাতালের বেডে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করিতে করিতে মারা যাইতেছে।সেই সময়ই কিন্তু আম্বানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়াইয়াছেন। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঁজিমালিক নতুন করিয়া স্থান পাইয়াছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাহাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নাই, খাদ্য নাই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দাম না পাইয়া অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালাইয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠিলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন?আসলে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের অনেকেরই এটা নিজস্ব মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করিয়া থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে ‘জনসংখ্যা বৃদ্ধি’কেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাইতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় ‘জনবিস্ফোরণ’। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলাইয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তাহারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিয়া ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলিয়া যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবখানা এমন, যেন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রবল সদিচ্ছা সত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে অপারগ হইতেছে। স্বাভাবিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

“গরিবের কথা একটু তো ভাবতে হবে”, শুনানীতে মন্তব্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): “দরিদ্রের চোখের জলের হিসাব কেউ নেননি। এ বার সময় এসে গিয়েছে।” বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানীতে এই মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বলেন, গজদন্ত মিনারে বসে বিচার করলে চলবে না। অনেক হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে।

মৃত মায়ের চাকরি ছেলেকে না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, “গজদন্ত মিনারে বসে আর কত দিন বিচার চলবে?” তিনি আরও বলেন, “মা মারা গিয়েছে, ওই সংসারের কী হবে? মায়ের চাকরি ছেলেকে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমন চাকরি দেওয়ার নিয়ম তো রয়েছে। নিয়মের মধ্যে থেকে কেউ আবেদন করলে তাতেও বাধা কেন তৈরি হচ্ছে?”

উত্তর ২৪ পরগনার একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন সলেনা খাতুন। ২০১৮ সালে অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পরে ছেলে শেখ সাহিল ‘কমপ্যাশনেট’ নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তা খারিজ করে দেয় জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিল।

মায়ের মৃত্যুর সময় মামলকারী ছেলের বয়স ছিল ১৫ বছর ৭ মাস। তিনি ১৮ বছর হলে মায়ের জায়গায় চাকরির আবেদন করেন। এর আগে বিচারপতি অমৃতা সিংহ মামলাকারীর আবেদন জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলকে বিবেচনা করে দেখার নির্দেশ দেন। তিনি জানান, দু’বছর পরে চাকরির জন্য আবেদন করলেও ছেলের আর্জি বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করে এটিও খারিজ করা হয় বলে মামলাকারীর অভিযোগ। নতুন করে মামলা দায়ের করা হয় হাই কোর্টে। মামলাকারীর আইনজীবী হলেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং কিরণ শেখ। বৃহস্পতিবার ওই মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে।

শিক্ষা দফতরের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিকের সওয়াল, একই ধরনের অন্য একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছিল এই হাই কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ। ওই বেঞ্চ জানিয়েছিল, এ ভাবে ‘কমপ্যাশনেট’ নিয়োগ করা যাবে না। আগামী ২৮ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ক্রীড়া সাহিত্যের শূন্য মাঠ

কোন খেলায় যোগ দেয়নি বাঙালি! অথচ তাকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে খুব মনোযোগে লেখালিখি হয়েছে কতটুকু? বাংলা ক্রীড়া সাহিত্য ক্রিকেট-ফুটবলে মোড়া, সঙ্গে দু’-দশটা ছিটকে আসা কবাডি, সাঁতার, দাবা, বক্সিং। স্কুল-কলেজে শারীরশিক্ষার শিক্ষক যেমন “পি টি টিচার”, বাংলায় খেলা নিয়ে কথাসাহিত্য যেন শুধু শিশু-কিশোরেরই মন পেয়ে সন্তুষ্ট। দরিদ্র পরিবারের জেদি সন্তান বহু বাধাবিপত্তি টপকে জয়মুকুট পরল, এই চেনা ছকের বাইরে কেউ কেউ খেলার জগতের নানা অবৈধ কার্যকলাপকে এনেছেন হয়তো, সে-ও গোয়েন্দা- রহস্য-খুন-কিডন্যাপের বাজারি কাঠামোকে মান্যতা দিয়েই। তবে আমাদের লেখকেরা খেলার মাঠে গোয়েন্দাকে আনলেও সেই “খেলা” শেষ পর্যন্ত ফুটবল বা ক্রিকেট; অন্য খেলায় আম বাঙালির আগ্রহ নেই, তাই সেখানে রহস্যও নেই।

অলিম্পিক্সে যত ইভেন্ট আছে তার পর্যাপ্ত বিভাগে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা যোগ দেন, তাঁদের অনেকে বাঙালি ও বাংলার, তাঁদের নামটুকুও জানা হয়ে ওঠে না, মেডেল-সহ ছবি দেখিনি বলে। আর বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব যে খেলাধুলা, তাদের অস্তিত্ব কি এই নতুন শতাব্দীর সিকি দশকের মধ্যে লুপ্তপ্রায় নয়? দড়িখেলা, জোড়-বিজোড়, নৌকাবাইচ, বৌছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, গোলাপ-টগর, চিক্কা, ডাংগুলি, ষোলোঘুঁটি, এক্কা দোক্কা, বৌরানি, কড়িখেলা, ঘুঁটি খেলা, চু-কিত-কিত, কানামাছি, ঘুড়ি ওড়ানো, কলাগাছ লাফানো, মোরগ লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, এলাটিং বেলাটিং, বাঘবন্দি, রুমাল চুরি, লাঠিখেলা, লুকোচুরি, সাতখোলা, হাডুডু, কুমির-ডাঙা, লোফালুফি, ঝাল-ঝাপটা, চোর ধরাধরি, ইকির-মিকির, পিট্টু, লাল-লাঠি, গাদি, খো খো, ডান্ডা-গুলি, ব্যাঙ ডিঙানি, কাজলপাতি, সুচ-চলার মতো আড়ম্বরহীন প্রায় নিখরচার খেলাগুলিতে মুখরিত থাকত মাঠঘাট, উঠোন। গ্রাম ও মফস্সলের বিকেলে ছোটদের কোলাহলহীন ফাঁকা মাঠগুলোয় আর দেখা যায় না এই খেলাদের। যাদের নামই বিলুপ্ত, তাদের নিয়ে আবার সাহিত্য?

শরীরচর্চার ইতিবাচকতায় ঘেরা ছিল আমাদের পূর্বজদের তৈরি, মৌলিক এই ক্রীড়াগুলি। ব্রিটিশ প্রভু শংসাপত্র দিল না বলে আমরা তাদের দেখানো পথে উনিশ শতকে শ্বেতাঙ্গদের আমদানি করা নানা খেলায় নাম লেখালাম। জিমন্যাস্টিক্স, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতে বাঙালির পারদর্শিতা পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে, এ আমাদের ইতিহাসের ললাটলিখন। সেই পর্ব থেকে বিকশিত হতে শুরু করেছিল বাংলা ক্রীড়াসাহিত্য। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এর হাতেখড়ি, উনিশ শতক শেষে কথাসাহিত্যে তার প্রবেশ। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস নয়নতারা-র নায়ক হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক জন খেলোয়াড়। এর আগে-পিছে সংবাদপত্রের খবর ছাড়া খেলা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধের মূল লক্ষ্য ছোট ছেলেমেয়েরা, মাধ্যমও শিশুতোষ পত্রপত্রিকা। ১৯১১-য় মোহনবাগানের শিল্ড জয় বহু লেখকের কলমের মুখ খেলার দিকে ঘোরাতে বাধ্য করল। ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর লেখা “ফুটবল ফাইন্যাল” (প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) নিবন্ধে দর্শকের উচ্ছ্বাসের জীবন্ত বর্ণনায় কথাসাহিত্যের স্বাদ। এমন উদাহরণ মূলত ওই দশক থেকে ধারাবাহিক

ভাবে আসতে শুরু করে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত ক্রীড়া সংক্রান্ত রচনাবলি ও গ্রন্থাবলিকে বিষয়ানুসারে সাজাতে গেলে তার তালিকা হবে এমন: সংবাদপত্র প্রতিবেদন; ক্রীড়া শিক্ষার বই; ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জীবনী, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা; বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বিবরণী; প্রবন্ধ, নিবন্ধ; সাক্ষাতার-গ্রন্থ; কথাসাহিত্য; নাটক ও চলচ্চিত্র; ছড়া, কবিতা, গান; কমিকস ও কার্টুন; কুইজ ও প্রশ্নোত্তর গোছের বই; ক্রীড়া-গবেষণাগ্রন্থ; অনুবাদগ্রন্থ ইত্যাদি।

এগুলি একত্র করলে দেখা যাবে সিংহভাগ দখল করে আছে ক্রিকেট ও ফুটবল। তা দোষের নয়। বরং সেই চর্চাতেও এত অযত্ন আর মানুষের আবেগ-ভক্তিকে টাকায় লুটে নেওয়ার চেষ্টা, দেখলে খারাপ লাগে। যে খেলোয়াড় যখন বাঙালির নয়নমণি হয়ে বিরাজমান, তাঁকে নিয়ে এক গুচ্ছ বই বইবাজারে ছয়লাপ। প্রচ্ছদ ও বইয়ের ভিতরে কিছু ছবি, সংগৃহীত তথ্য ও কল্পনার মিশেলে একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দেওয়া। লেখক বুঝে উপরি পাওনা বিদেশ সফরে এক সঙ্গে ডিনারের গল্প, খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত জীবনের মুখরোচক কাহিনি। খেলা নিয়ে ‘সিরিয়াস” পত্রিকা কই? দু’-এক জন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ কয়েকটি ট্যাবলয়েড গোছের পত্রিকা সম্পাদনা করেন তবে প্রকাশ অনিয়মিত, প্রসার শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আটকে। সত্তর-আশির দশকে খেলা নিয়ে একাধিক পত্রিকা বেরোত, খেলা-পাগল পাঠক তাদের আদরে বরণ করেছিলেন। সেখানে মুদ্রিত উত্কৃষ্ট লেখাগুলো গ্রন্থবদ্ধ হল না, হারিয়ে গেল বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের অজস্র মণিমাণিক্য। মাত্র কয়েক জনের লেখা আজও মুদ্রিত অক্ষরে পাওয়া যায়, কিন্তু বাকিরা? প্রান্তিক বাংলার নানা খেলা, প্রতিভাবান খেলোয়াড় ও প্রতিযোগিতার সংবাদ সেই পত্রিকাগুলিতে লিখেছেন অনেকেই, সেগুলি সঙ্কলিত হলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ক্রীড়া-ইতিহাসের ছবিটি অনুপুঙ্খ হতে পারত।

বাংলা ভাষার লেখক কি ফের কলম হাতে তুলে নিতে পারেন না এমন স্বর্ণাক্ষর রচনার জন্য: পাঠক কি বুঝতে পেরেছেন ওটা লাল বল নয়, লাল আপেল? ভগবানের প্রিয় ধনুর্ধর সন্তান আদমের অধঃপতনের জন্য শয়তান ও ইভের যৌথ চক্রান্ত? পতন হয়েছিল আদমের। অনেক চেষ্টায় সাধনায় আবার স্বর্গোদ্যানে ওঠা গেছে।... শক্ত পাঁজরে দাঁড়িয়ে থাকেন আদম। বিজয় হাজারে নট আউট করে ঘরে ফিরলেন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষে। প্রথম ইনিংসে শূন্য করেছিলেন। ক্রিকেট-ইতিহাস যাই বলুক, ইডেন গার্ডেন নামকরণের ঐ আমার ব্যাখ্যা।” (শঙ্করীপ্রসাদ বসু)। আমাদের অধুনা-লিখিয়েরা কি আয়ত্ত করতে পারলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই বোধ: এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে মোহনবাগানের খেলার মাঠেই বাঙলা দেশের জাতীয়তাবোধ পরিপুষ্ট হয়েছিল। যে ইংরেজবিদ্বেষ মনে-মনে ধূমায়িত ছিল মোহনবাগান তাতে বাতাস দিয়ে বিশুদ্ধ আগুনের সুস্পষ্টতা এনে দিয়েছে। অত্যাচারিতের যে অসহায়তা থেকে টেররিজম জন্ম নেয় হয়তো তার প্রথম অঙ্কুর মাথা তুলেছিল এই খেলার মাঠে। তখনো খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকেনি, মোহনবাগান তখন হিন্দু-মুসলমানের সমান মোহনবাগান তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না।”

বছরভর এত খেলা, তবু টিকিটের কালোবাজারি, বিদেশি খেলোয়াড়দের ময়দান ভরানো, রাজনৈতিক ক্ষমতাবানের টাকা লুটপাট, মেয়েদের ক্রীড়াক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন, কবাডি-বক্সিং- অ্যাথলেটিক্সে বাংলার নামের ক্রমবিলুপ্তি, ফুটবলের জাতীয় দলে বা সাঁতার ব্যাডমিন্টন দাবায় বাঙালির আকাল। এই নেতিবাচকতার প্রতিচ্ছবি বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যেও। লেখার মাঠটাও ক্রমেই যেন ”খেপ খেলোয়াড়’দের চারণভূমি হয়ে উঠছে।

মৃত্যুর মাঠে জীবনের জিমন্যাস্টিক্স

মৃত্যু হলেন জার্মানির এক প্রভু। নীল তাঁর চোখ, অব্যর্থ তার সিসার বুলেট। প্রভু ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো সর্পদল নিয়ে খেলেন আর মেঘের মধ্যে কবর সাজিয়ে দেন। কাদের কবর? ওই যারা মৃত্যু শিবিরে, “বাঙ্ক বেড”-এর মধ্যে শরীরটাকে কোনও রকমে পেঁচিয়ে নিয়ে শোয় আর ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে রাত, পান করে চলে কালো দুধ “ডেথফিউগ” কবিতায় এমনটাই লিখছেন পল সেলান, জন্মসূত্রে যিনি ইহুদি।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের হাড় হিম করা ছবি উঠে আসে এই কবিতায়, ইহুদি বন্দিরা যেখানে মৃত্যু পান করে দিবারাত্র, মৃত্যুর “কালো দুধ”। কিন্তু দুধের সাদার মধ্যে যেমন চারিয়ে যেতে পারে কালো অন্ধকার, তেমনি অন্ধকারের মধ্যেও তো সেঁধিয়ে যেতে পারে আলো। কালো দুধ বা “শোয়ার্জে মিলশ” যদি হয়, তবে “হেভেন ইন আউশউইত” ও সম্ভব। আউশউইত তো নরকের আর এক নাম। সেখানে এক টুকরো স্বর্গের বাগান? “হেভেন ইন আউশউইত” (২০১৬, অ্যারন কোহেন) বা “ডিয়ার ফ্রেডি” (১৯১৭, রুবি গার্ট) -এর মতো তথ্যচিত্র দেখে জানতে পারি যে, নাতিদের “আউশউইত ২-বিরকেনাও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প”-এ চেক ইহুদিদের এক “ফ্যামিলি ক্যাম্প” ছিল। সেই “বি২বি ফ্যামিলি ক্যাম্প”, বন্দি শিশুদের জন্য অল্প সময়ের জন্য হলেও স্বর্গের বাগান হয়ে উঠতে পেরেছিল, এক ইহুদি তরুণের জন্য। নাম তাঁর ফ্রেডি হির্শ। ১৯৩৮ সালে, অবিভক্ত চেকোস্লোভাকিয়া নাতিদের দখলে চলে আসার পর, প্রথমে টেরেজিনস্টাটের-এর কনসেন্টেশন ক্যাম্প আর পরে কুখ্যাত আউশউইত-এ বন্দি ইহুদি শিশুদের জীবন, কিছু দিনের জন্য হলেও আনন্দে ভরিয়ে তোলার জন্য ফ্রেডিকে মনে রেখেছে পৃথিবী।

ফ্রেডির ব্যক্তিত্বের যে দিকটা মনে রাখতে চাওয়া হয়নি, তা হল তাঁর সমকামী সত্তা। তাঁর নেতৃত্ব, কর্মোদ্যম, সাহস, স্নেহ, শাসন, আত্মদান এ সব নিয়ে চর্চা চললেও তার যৌন জীবনকে আড়ালে রাখার চেষ্টা হয়েছে দীর্ঘ দিন। অক্টোবর মাসটা পৃথিবীর বহু দেশে “এলজিবিটি হিস্ট্রি মান্থ” বা সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনের ইতিহাসের মাস হিসেবে উদ্যাপিত হচ্ছে। তাই এ সময়, ফ্রেডির মতো মানুষের নাম জেগে ওঠে স্মরণের দাবি নিয়ে।

জার্মান-ইহুদি ক্রীড়াবিদ আর ইহুদি জাতীয়তাবাদের যুবনেতা ফ্রেডি হির্শ জার্মানির আকেন শহরে জন্মেছিলেন। সালটা ১৯১৬। ফ্রেডির দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাবা মারা যান। মা ছিলেন শীতল আর বিষণ্ণ। দুই ছেলের প্রতি খানিক অমনোযোগী। স্নেহহীন শৈশব হয়তো শিশুদের প্রতি ফ্রেডিকে সংবেদনশীল হতে শিখিয়েছিল।

ফ্রেডি “আকেন ইহুদি যুব সংস্থা”-র স্কাউটিং শাখার ক্যাপ্টেন হন ১৯৩১ সালে। পরে ডুসেলডর্ফ-এ কাজ নিয়ে চলে যান। কয়েক বছর পরেই সেখান থেকে ততালীন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে চলে আসতে বাধ্য হন। তত দিনে নাতি-নেতৃত্বে জার্মানিতে সমকামী-নিপীড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইহুদি ক্রীড়া সংস্থা “মাকাবি হাটজেয়ার”-এর সঙ্গে কাজ শুরু করেন ফ্রেডি। ইহুদি-গণচেতনা জাগিয়ে তোলার কথা বলতে থাকেন তিনি। এ দিকে ১৯৩৮ সাল থেকে ততালীন চেকোস্লোভাকিয়ার নানা অঞ্চল দখল করে নিতে থাকে জার্মানি। ১৯৪১ সাল থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার ইহুদিদের কনসেন্টেশন ক্যাম্পে সরানো হতে থাকে।

ছোটদের জিমন্যাস্টিক শেখানোর মুহূর্তে ফ্রেডি হির্শ।

ফ্রেডি ছিলেন একদম শুরুর দিকের বন্দি। টেরেজিনস্টাট গেটোতে যুব পরিষেবা দফতরের হয়ে তিনি কাজ করতেন। লক্ষ্য ছিল শিশুদের ভাল রাখা, যে ভাবেই হোক। তারা যেন একটু ভাল খাবার পায়, যেন কর্মঠ, পরিচ্ছন্ন থাকে, নিয়মিত শরীরচর্চা করে। ১৯৪৩-এ পোল্যান্ডের বিয়ালিস্টক গেটো থেকে টেরেজিনস্টাটে প্রায় বারোশো ইহুদি বাচ্চাকে সরিয়ে আনা হয়। তাদের মৃত্যু পরোয়ানা লেখা হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বন্দির থেকে কাঁটাতার দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাদের। তাদের কাছে পৌঁছনোর জন্য ফ্রেডি কাঁটাতারের ও পারে ঝাঁপ দেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে পোল্যান্ডের কুখ্যাত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আউশউইত-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়েও ফ্রেডি ভেঙে পড়েননি। বন্দিদের জুটিয়ে “চিলড্রেন”স ব্লক তৈরি করেন। সেখানকার জার্মান সেনাদের বোঝান যে, বাবা মায়েরা যখন পাথর ভাঙতে, বুলেট বানাতে, সেনার পোশাক বানাতে অথবা নিজেদের জন্যই গণকবর খুঁড়তে বা আত্মীয়-বন্ধুর মৃতদেহ স্তূপীকৃত করতে ব্যস্ত থাকবেন, ছানাগুলো তখন শোরগোল না করে কিছু না কিছু করবে। জার্মান অফিসারদের ফ্রেডির প্রতি সম্ভ্রমের ভাব ছিল। তাই চিলড্রেনস ব্লকের ক্ষেত্রে আপত্তি ওঠেনি। ফ্রেডির তৈরি সেই ব্লকে কী না করত ছোটরা! দেওয়াল জুড়ে রঙিন ছবি আঁকা, নাটকের মহড়া দেওয়া, পড়াশোনাও। বন্দিরা লুকিয়ে সামান্য যে কটা বই সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, সেগুলো দিয়েই তৈরি হয়েছিল আউশউইত-এর গোপন লাইব্রেরি। গ্রন্থাগারিক ছিলেন কিশোরী ডিটা ক্রাউস। ডিটার আত্মজীবনী “আ ডিলেড লাইফ: দ্য ট্রু স্টোরি অব দ্য লাইব্রেরিয়ান অব আউশউইত” পড়ে সেই লাইব্রেরির কথা জানতে পারি। এই কাজে তাকে বহাল করেছিলেন ফ্রেডি নিজেই। চুপি চুপি ক্লাস বসত, কারণ শিবিরের মধ্যে বই ছিল নিষিদ্ধ। চিলড্রেন’স ব্লকে মঞ্চ বানিয়ে বহু অভিনয় করেছে কচিকাঁচারা। সেই অভিনয় দেখে, মৃত্যুর পরোয়ানাপ্রাপ্ত বন্দিরা ভুলে যেতেন তাঁদের দুর্ভাগ্যের কথা। সে সব থিয়েটার দেখতে আসতেন জার্মান অফিসারেরাও, হাসতেন প্রাণ খুলে। সমবেত কণ্ঠে বন্দিরা যখন বেঠোফেনের “ওড টু জয়” গাইতেন, তখন সেই অফিসারেরা হাততালি দিয়ে উঠতেন। অথচ তাঁরাই হাজার হাজার শিশুকে গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়েছেন।

তবে বাচ্চাদের সামনে গ্যাস চেম্বারের কথা বলতে নিষেধ ছিল ফ্রেডির। বাচ্চাদের শারীরিক, মানসিক সুস্থতা আর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রবল কড়াকড়ি ছিল তাঁর। ভয়ানক ঠান্ডা থাকলেও স্নান করতেই হবে, আর শরীরচর্চা সবার আগে। ফ্রেডির শাসনে বাচ্চাগুলো সুস্থ থাকত। ফ্রেডি জানতেন, অপরিচ্ছন্ন, অসুস্থ শিশুকে সবার আগে “এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্প”-এ পাঠানো হবে।

ইজরায়েলের বিখ্যাত আঁকিয়ে ইয়েহুদা বেকন আর নামী চেক সাংবাদিক রুথ বন্ডি সে সময় ছিলেন ফ্রেডির কচিকাঁচাদের দলে। তাঁরা জানাচ্ছেন ফ্রেডির সঙ্গী ইয়ান মাউটনারের কথা। ফ্রেডি আর ইয়ান সব সময় এক সঙ্গে থাকতেন। এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন, গল্প করতেন, ছোটদের খেলার প্রশিক্ষণ দিতেন, এক সঙ্গে ঘুমোতেন। ছোট ছেলেমেয়েরাও জানত যে, তাঁরা পরস্পরের ভালবাসার মানুষ।

চেকোস্লোভাকিয়ার বার্নোতে দেখা হয়েছিল ইয়ান আর ফ্রেডির। এক ইহুদি ক্রীড়া সংস্থায় দু’জনে খেলার প্রশিক্ষণ দিতেন। এক সঙ্গে বাচ্চাদের দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন শীতের সফরে। ইয়ানের মা দুর্দান্ত সব রান্না করে দিতেন তাঁদের জন্য। ইয়ান আর ফ্রেডির সম্পর্কে সম্মতি ছিল তাঁর। তবে চেকোস্লোভাকিয়াতেও সমকাম নিষিদ্ধ ছিল।

ফ্রেডিকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র, ‘ডিয়ার ফ্রেডি’তে দেখি, শিবিরের বহু তরুণী সুপুরুষ ফ্রেডির প্রতি আকৃষ্ট। ফ্রেডি তাঁদের ভদ্র ভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। ডিটা ক্রাউসের আত্মজীবনী পড়ে জানতে পারি যে, এক বার ছোট্ট ডিটা ফ্রেডিকে তাঁর পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন। তখন তার মনে অনেক রকম অজানা অনুভূতির স্রোত বয়ে গিয়েছিল।

চেক হার্পিকর্ডিস্ট জুজানা রুজিকভা যখন ফ্রেডিকে প্রথম নাতি শিবিরে দেখেন, তখন তিনি তখন রুগ্ন, ভিতু, ছোট্ট একটা মেয়ে। মৃতপ্রায় ইহুদি-বোঝাই ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমেছে সে। কিন্তু প্রথম দেখায় ফ্রেডির মোমবাতির নরম, উজ্জ্বল শিখার মতো চোখ দুটো কখনও ভোলেননি। নব্বই বছর বয়সে তথ্যচিত্রের জন্য সাক্ষাতার দেওয়ার সময়ও সেই চোখের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখে মুগ্ধতার রেশ। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডিনা গটলিবভা ব্যাবিট সাক্ষাতারে জানাচ্ছেন ফ্রেডিকে প্রথম বার দেখার কথা, সমস্ত মালিন্য মুছিয়ে দেওয়া তাঁর শ্বেতশুভ্র হাসির কথা। ফ্রেডিকে মনে করতে গিয়ে তাঁদের কারও চোখ শুকনো থাকে না। সাতসকালে ব্যারাকের ছাদে উঠে রেকর্ডারে গান বাজিয়ে বাচ্চাদের জড়ো করতেন ফ্রেডি। জিমন্যাস্টিক্স করাতেন, ফুটবল খেলাতেন। তাঁর গলায় সব সময় ঝোলানো থাকত হুইসল। ফ্রেডির হুইসল-এর আওয়াজ শুনলেই লাফিয়ে উঠত ছোটরা।

টেরেজিনস্টাটের বি২বি ফ্যামিলি ক্যাম্পের মানুষগুলো ধীরে ধীরে কিন্তু বুঝতে পারছিল যে, খুব বেশি দিন তারা শান্তিতে থাকতে পারবে না। ফ্রেডিও কেমন যেন চিন্তিত আর ক্ষিপ্ত হয়ে যান মাঝে মাঝে। এক দিন জার্মান রেড ক্রস তাদের শিবির পরিদর্শনে এল। সে দিন ডিটারা বুঝতে পারল, গোটা ব্যাপারটাই নাটক। জার্মান রেড ক্রস-এর সামনে তাদের ফ্যামিলি ক্যাম্প দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা যে, নাতি শিবিরে কোনও রকম মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয় না। সে জন্যই তাদের মাথা নেড়া করা হয়নি, কুখ্যাত “স্ট্রাইপড পাজামা” পরতে হয়নি, তারা পরিবারের সঙ্গে থাকতে পেরেছে।

এর পর কানাকানি শুরু হয়ে যায়, ক্যাম্পের “লিকুইডেশন” শুরু হয়ে যাবে খুব দ্রুত। গোপনে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে বিপ্লবের প্রস্তুতিও। ফ্রেডি নিজেও সেই গুপ্তবাহিনীর সদস্য। বিপ্লবের অস্ত্র বলতে অনেক দিন ধরে সংগ্রহ করা জ্বালানি। ১৯৪৪ সালের ৮ মার্চ দলের কয়েক জন সদস্য ফ্রেডির কাছে আসেন। ফ্রেডিকে তাঁরা বলেন, সব সদস্য প্রস্তুত। ফ্রেডি তাঁর হুইসল এক বার বাজালেই সকলে মিলে ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেবে। ফ্রেডি জিজ্ঞেস করেন, তাঁর বাচ্চাদের কী হবে। উত্তর আসে, তারা মরবেই, বিদ্রোহ হলেও, না হলেও। সকলেই মরবে। মরার আগে অন্তত কয়েক জন জার্মান অফিসারকে মেরে মরতে পারলে ক্ষতি কী? ফ্রেডি অবশ্য জানতেন যে, না। সকলে মরবে না। যে ক’জনকে নাতিদের প্রয়োজন, তারা বেঁচে যাবে, থেকে যাবে ক্যাম্পে, যেমন কয়েক জন ডাক্তার, নার্স, শিল্পী ডিনা গটলিবভা আর ফ্রেডি নিজে। কিন্তু ফ্রেডি বাঁচবেন, অথচ তাঁর বাচ্চারা শ্বাসে ভরে নেবে বিষাক্ত গ্যাস, এমনটা তিনি সহ্য করবেন কেমন করে?

ফ্রেডি এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিলেন ভাবার জন্য। বিপ্লবী দলের সদস্যরা এক ঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখলেন ফ্রেডি কোমায় চলে গিয়েছেন। ডাক্তারেরা জানালেন, উদ্বেগ কমানোর জন্য তাঁদের থেকে “বারবিচুরেট” নিয়েছিলেন ফ্রেডি। সেটাই অতিরিক্ত সেবন করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

ফ্রেডির চলে যাওয়া স্বেচ্ছামৃত্যু না হত্যা, নাকি দুটোই, সে নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। ফ্রেডির মতো মৃত্যুবিমুখ মানুষ, যিনি নেক্রোপোলিসে বসেও শিশুদের সকালবেলার রোদ্দুর চিনতে শিখিয়েছিলেন, তিনি কেমন করে মৃত্যুর সঙ্গে যেচে করমর্দন করতে যাবেন? ডিটা ক্রাউসের মতো আরও অনেকেই বলেন, সে দিন ডাক্তাররাই অতিরিক্ত সিডেটিভ “লুমিনাল” প্রয়োগ করে ফ্রেডিকে কোমায় পাঠিয়ে দেন, যাতে ফ্রেডি হুইসল বাজিয়ে বিদ্রোহ শুরু করতে না পারেন, যাতে তাঁরা নিজেরাও বেঁচে যান। ইয়ান তখন একটু দুধ জোগাড় করে সংজ্ঞাহীন ফ্রেডিকে খাওয়ানোর মরিয়া চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তত ক্ষণে “শোয়ার্জে মিলশ” তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। সে রাতে আউশউইতের প্রায় তিন হাজার আটশো বন্দিকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঠাশ বছরের অচৈতন্য ফ্রেডি আর তাঁর অনেক ছোট ছোট বন্ধু।

হিটলার সমকামী পুরুষদের বিশুদ্ধীকরণের পথে বাধা হিসাবে দেখতেন। বেয়াড়া পুরুষ সমকামীদের “ক্যাস্ট্রেশন”, এমনকি হত্যাও করা হত। অন্য দিকে ইহুদি সমকামীদের সঙ্কট কল্পনা করাও বেশ কঠিন। তাঁদের আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য তাঁদের বন্দি শিবিরের পোশাকে গোলাপি ত্রিভুজ আঁকা থাকত। ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতিতে অত্যাচার হত তাঁদের উপর। ফ্রেডির অসামান্য ব্যক্তিত্বের কারণেই হয়তো তাঁর ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি।

ফ্রেডির প্রেমিক ইয়ান মাউটনার শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরেছিলেন নাতি শিবির থেকে। ডাক্তারির পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছিলেন। এক নতুন সঙ্গীও হয় তাঁর। মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে, ১৯৫১ সালে চেকোস্লোভাকিয়াতেই যক্ষ্মায় মারা যান তিনি।

দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ফ্রেডির সমকামী পরিচয়কে যেন গোপনেই রাখতে চেয়েছিলেন আউশউইত থেকে বেঁচে ফেরা মানুষেরা। পরবর্তী সময়ে ডিটা ক্রাউস, জুজানা রুজিকোভা, ওটো ডোভ কুলকা কিংবা ইয়েহুদা বেকনের সাক্ষাতার শুনলে বোঝা যায়, কী ভীষণ সম্ভ্রম আর সহমর্মিতা নিয়ে তাঁদের ভালবাসার কথা উচ্চারণ করছেন ওঁরা। ছোটরা যেটা সহজে গ্রহণ করতে পারে, প্রাপ্তবয়স্করা সে বিষয়ে সারা জীবনই যেন অনমনীয় থেকে যান। হলোকস্ট-এর ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও পুরোমাত্রায় রয়েছে এই সংস্কার।

শিশুরাই ছিল ফ্রেডির প্রাণ। তারাই যদি না বাঁচে, তাঁর বাঁচা তো অর্থহীন সে জন্যই কি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন ফ্রেডি? সেই চিরঘুমের কুয়াশা-ঘেরা মাঠে ফ্রেডি হয়তো এখনও শায়িত। তাঁর বোজা চোখে, গালে, কপালে ধীরে ধীরে জমেছে হিমবিন্দু। ফ্রেডি হয়তো স্বপ্নে দেখছেন, চিলড্রেন’স ব্লকের দেওয়ালে ডিনার আঁকা স্নো হোয়াইট আর সাত বামনের ছবির সামনে বি২বি ফ্যামিলি ক্যাম্পের বাচ্চারা খেলছে, কিংবা সকলে মিলে নাটকের মহড়া দিচ্ছে ফ্রেডি তখন হয়তো হুইসল বাজিয়ে তাদের কিচিরমিচির থামাচ্ছেন। হয়তো ঘুরে দেখছেন গোটা ব্যারাক, আর তাঁর হাতটা ধরা আছে ইয়ানের হাতে। এই স্বপ্নটুকু অনিঃশেষ হলে ক্ষতি কী?

রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো সুদীর্ঘ ঘুম ভেঙে ওঠার পর, ফ্রেডি রামধনু পতাকা হাতে প্রাইড প্যারেডে মিশে যেতে পারবেন হয়তো। কিন্তু ঘুম ভেঙে তিনি কি সেই আকাশ দেখতে পাবেন, যেখানে রামধনু নেই? আবারও ধোঁয়ার কুণ্ডলী? গাজার আকাশ তিনি কি দেখতে পাবেন, তাঁর একদা স্বপ্নের ইজরায়েল কেমন বোমা মেরে গুঁড়িয়ে, পূর্ণ অবরোধ জারি করে, গাজাকে করে তুলেছে নতুন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প? যেখানে শিশুরা পোকামাকড়ের মতো মরছে ক্ষেপণাস্ত্রের হানায়, কিংবা ধুঁকে ধুঁকে মরছে জল, খাবার, ওষুধ না পেয়ে ফ্রেডি কি তখন পাল্টা প্রশ্ন করবেন, হামাসের হানায় শিশুদের মৃত্যুর দাম কে দেবে? ফ্রেডি কি তখন ওই শিশুদের জন্যও বানিয়ে দেবেন চিলড্রেন’স ব্লক, ওদেরও শেখাবেন ফুটবল কিংবা জিমন্যাস্টিক্স? অথবা হয়তো, এ পৃথিবী শেষ পর্যন্ত শিশুর বাসযোগ্য নয়, এ সত্যটি মেনে নিয়ে হুইসল ছুড়ে ফেলে ঘুমিয়ে পড়তে চাইবেন আবারও।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

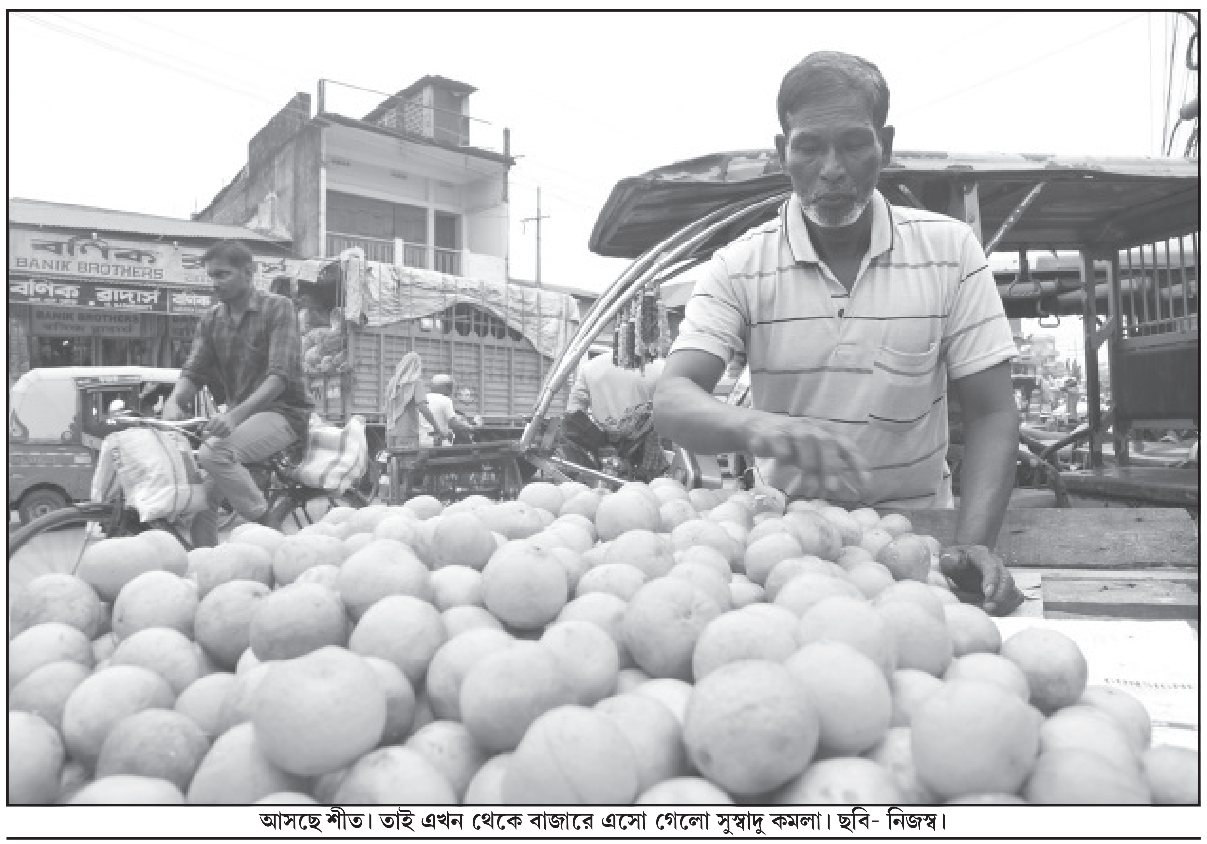

আসছে শীত। তাই এখন থেকে বাজারে এসো গেলো সুস্বাদু কমলা। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু মিহির সেনের আজ ৯৩ তম জন্মদিন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): মিহির সেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ভারতীয় সাঁতার আজকের দিনে (১৬/১১/২০২৩) পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আজ তার ৯৩ তম জন্মদিন। তিনি একজন বিখ্যাত ভারতীয় দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতারু এবং আইনজীবী ছিলেন। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি ১৯৫৮ সালে ডোভার থেকে ক্যালাইস পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছিলেন , এবং চতুর্থ দ্রুততম সময়ে (১৪ ঘন্টা এবং ৪৫ মিনিট) এটি করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এক ক্যালেন্ডার বছরে (১৯৬৬) পাঁচটি মহাদেশের সমুদ্র সাঁতার কেটেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে পাক স্ট্রেইট , দারদানেলিস , বসফরাস , জিব্রাল্টার এবং পানামা খালের পুরো দৈর্ঘ্য।

এই অনন্য কৃতিত্ব তাকে 'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতারু' হিসেবে গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে স্থান দেয় এই কৃতিত্ব তাকে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতারের জন্য স্থান দেয় এবং ১৯৬৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে পদ্মভূষণে ভূষিত করেন। একই বছর, তিনি ''পৃথিবীর সাত সমুদ্রে সাহসী কৃতিত্ব''-এর জন্য ব্লিটজ নেহেরু ট্রফিও জিতেছিলেন। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে ৬৬ বছর বয়সে আলঝেইমার এবং পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর জাপান-সিঙ্গাপুর সফরে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল

আমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাপান-সিঙ্গাপুর সফরে যাচ্ছেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাইব্রেন্ট গুজরাট সামিটে উপলক্ষ্যে ভূপেন্দ্র প্যাটেল দুই দেশ সফর করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে তাঁর সঙ্গে থাকবেন ৭ জন ঊর্ধতন আধিকারিকদের একটি দলও।

তাঁরা সিঙ্গাপুর এবং জাপানে ভাইব্রেন্ট গুজরাট সামিটের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার কাজ করবেন।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে গুজরাতে ভাইব্রেন্ট গুজরাত গ্লোবাল সামিট অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসাবে রাজ্যের বড় বড় শহরে রোড শো এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রীর সফরে তাঁর সঙ্গে থাকবেন, গুজরাত রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজকুমার, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পঙ্কজ যোশি, শিল্প-খনি বিভাগের এসিএস এসজে হায়দার, গিফ সিটির বর্ষীয়ান প্রতিনিধি, গুজরাতের আবাসিক কমিশনার আরতি কানওয়ার, ইনডেক্স বি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক গৌরাঙ্গ মাকওয়ানা এবং মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব নীল প্যাটেল। ২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জাপান সফরে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল।

এরপর ১ ও ২ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। গুজরাতের প্রতিনিধিদল উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী, শিল্প, প্রযুক্তি, শিক্ষা, টেকনোক্র্যাট এবং বিনিয়োগকারীসহ বিভিন্ন সেক্টরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের গুজরাতের ভাইব্রেন্ট সামিটের জন্য আমন্ত্রণও জানাবেন তাঁরা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় মৃত্যু' নিয়ে হাই কোর্টে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় মৃত্যুর ঘটনায় এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল এই ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা করতে চেয়ে উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা করার অনুমতি দিয়েছে। শুক্রবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপি নেতা তথা কলকাতা পুরসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষের করা এই মামলায় হাই কোর্টে মূলত তিনটি আর্জি জানানো হয়েছে। এক, ময়নাতদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে। দুই, কমান্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করতে হবে। তিন, আমহার্স থানার সিসিটিভি ফুটেজ আদালতে জমা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, বুধবার মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ডেকে পাঠিয়ে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তোলে তাঁর পরিবার। এই ঘটনার জেরে রাতে অবরুদ্ধ হয়ে যায় কলেজ স্ট্রিট। পরিবারের দাবি, চুরির মোবাইল কেনার অভিযোগে যুবককে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মারধরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পরিবার।

উদা দেবীর আত্মত্যাগ যুগে যুগে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): সাহসী মহিলা উদা দেবীর আত্মত্যাগ যুগে যুগে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে, বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী উদা দেবীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে যোগী তাঁকে স্মরণ করে এক্স-এর একটি পোস্টে একথা লেখেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ছাড়াও দুজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং ব্রজেশ পাঠক মহান যোদ্ধা উদা দেবীকে তার মৃত্যু দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ''এক্স''-এ তাঁর বার্তায় লিখেছেন, ''মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সাহসী মহিলা উদা দেবীর সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের অমর গাথা আমাদের সকলকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান যোদ্ধা, ভারতের বীরত্ব ও আত্মমর্যাদার প্রতীক উদা দেবীকে তাঁর মৃত্যুদিবসে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য তার শোকবার্তায় লিখেছেন, "তিনি আশ্চর্যজনক সাহসিকতা, এবং সাহসের প্রতীক, মহিলাদের ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক, একজন মহান মহিলা যিনি অদম্য সাহস প্রদর্শন করেছিলেন এবং ১৮৫৭ সালে তিনি ৩৬ জন ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করে আত্মবরণ করেছিলেন। সাহসী মহিলা উদা দেবী পাসীকে তার মৃত্যুদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা'' উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এক্স-এ লিখেছেন, ''উদা দেবী পাসীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। তিনি বীরত্ব ও সাহসের প্রতীক, নারীর ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক। তিনি ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন''।

বড়মার মৃন্ময়ী মূর্তি বিসর্জনে ভিড় এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভাইফোঁটা কাটিয়ে এবার মায়ের বিদায়ের পালা। বৃহস্পতিবার বড়মার মৃন্ময়ী মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুজো কমিটি।

শোভাযাত্রা ও নিরঞ্জন ফেসবুকে বড়মার অফিশিয়াল পেজে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। পুজো কমিটির তরফে ভক্তদের ফেসবুকেই বিসর্জন দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভিড় এড়াতেই এই পরামর্শ, এমনটাই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

নৈহাটির বড়মাকে নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। কারণ এবারা শতবর্ষে পদার্পণ করল এই নৈহাটির কালীপুজো। শতবর্ষে পদার্পণ করার জন্য নৈহাটির অরবিন্দ রোডের উপর তৈরি করা হয়েছে বড়মার মন্দির। সেখানে কষ্টি পাথরের মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্প্রতি সেই মন্দিরের উদ্বোধনও হয়েছে। কিন্তু প্রথা মেনে এবারও কালীপুজো নৈহাটিতে বিশালকার কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি মহাধুমধামে পুজো করা হয়েছে। লাখ লাখ ভক্ত বড়মা দর্শনে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন।

নৈহাটির ঘাটে গঙ্গায় প্রত্যেকবার বড়মার বিশালাকার মূর্তি নিরঞ্জন করা হয়। শোভাযাত্রা করে মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় ঘাটে। বড়মার বিসর্জনেও বিপুল সংখ্যায় ভক্ত সমাগম হয় নৈহাটিতে। এবারও তার অন্যথা হবে না।

বড়মা পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর ৩টে থেকে বিসর্জনের শোভাযাত্রা শুরু হবে। পুলিশ ও প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে শুধুমাত্র ব্যাজ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকরা বড়কালীর কাঠামো গঙ্গার দিকে টেনে নিয়ে যাবেন। নিরঞ্জনের সময় সাধারণ ভক্তদের প্রতিমার সামনে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

জ্যোতিপ্রিয় ''অসুস্থ'', সশরীরে হাজিরা নয় আদালতে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার আদালতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সশরীরের পেশ করা হচ্ছে না। তার বদলে ভার্চুয়ালি পেশ করা হতে পারে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক 'অসুস্থ' বলে জানিয়েছেন জেল চিকিৎসক। সেই কারণেই তাঁকে এদিন আদালতে সশরীরে পেশ করা হচ্ছে না।

রেশন দুর্নীতি মামলা গ্রেফতারির পর থেকে ২ বার পেশ করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। সেটাও এসিজেএম-এর অবসরকালীন এজলাসে। বুধবারই ইডির বিশেষ আদালতে তাঁকে পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, তাঁর হাত ও পায়ে খুব ব্যথা হচ্ছে। সেই কথা শোনার পরে তড়িঘড়ি জেলের চিকিৎসক গিয়ে তাঁকে দেখেন। এর পরে তাঁর রিপোর্টে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ''অসুস্থ' বলে জানান জেলের চিকিৎসক। তারপরেই সশীরের আদালতে হাজির না করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ৪ দিনের জেল হেফাজত শেষ হচ্ছে বুধবার। সেই কারণেই আদালতে পেশ করা হচ্ছে তাঁকে।

বাম ও তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি-র ওপরেও আস্থাহীন তথাগত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর, (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বাম ও তৃণমূলের 'ব্যর্থতার' পাশাপাশি বিজেপি-র সাফল্যের অভাব নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এ সম্পর্কে লিখলেন তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "সিপিএম বাঙালি হিন্দুকে এক কর্মবিমুখ খেঁকুরে মিটিং-মিছিলবাজ দাবীসর্বস্ব জাতিতে পরিণত করেছিল।

তাদের মেধাবী ছাত্রী তাকে এক ভিখারীর জাতে পরিণত করল।

আর যে পার্টি তাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারত তারা এক অন্তর্মুখী, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, উদ্যমহীন দলে পরিণত হয়েছে।

ক্যাগ-এর নেতৃত্বে সরকারের অডিটর সংস্থা অখণ্ডতা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে অবদান রেখেছে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে তৃতীয় অডিট দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার গোটা টিম এক নিয়ন্ত্রক এবং এক পরীক্ষক হিসাবে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা দেশের উন্নয়ন যাত্রায় এক সহচর এবং পথপ্রদর্শক।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এ যুগে ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সমতাভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় এগিয়ে যাওয়াকে জাতীয় অগ্রাধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্য ও ব্যবস্থায় যা কিছু দরকারি তা আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং সাম্য, গণতন্ত্র এবং দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা ত্যাগ করা বা উন্নত করা উচিত।

রাষ্ট্রপতির কথায়, এখন আমাদের দেশবাসী ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যেতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া-সহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিকে অবদান রাখতে হবে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা দূর করা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বৈধতা নিশ্চিত করা হল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া-সহ সুশাসনের জন্য বদ্ধপরিকর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করতে অবৈধভাবে ভারতে, গ্রেফতার পাকিস্তানি মা-ছেলে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বোনের সঙ্গে দেখা করতে বৈধ নথি ছাড়া অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে গ্রেফতার পাকিস্তানের নাগরিক মা ও ছেলে। বৃহস্পতিবার ওই মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করার কথা।

পুলিশ ও এসএসবি (সশস্ত্র সীমা বল) সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বৈধ কোনও নথি ছাড়াই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির ইন্দো-নেপাল সীমান্ত থেকে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানের হাতে ধরা পড়ে ওই পাকিস্তানি মা ও ছেলে। জিজ্ঞাসাবাদের পর দু''জনকেই দার্জিলিং জেলা পুলিশের খড়িবাড়ি থানায় হস্তান্তর করেন এসএসবি''র আধিকারিকরা। মহিলার নাম শাইস্তা হানিফ, বয়স ৬২ ও তাঁর ১১ বছরের ছেলের নাম আরিয়ান মহম্মদ হানিফ। নেপালের কাকরভিটা থেকে মেচি নদীর উপর নির্মিত এশিয়ান হাইওয়ের সেতু হেঁটে পার করে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিটাঙ্কিতে পৌঁছান পাকিস্তানি মা-ছেলে। সেই সময় তাঁরা এসএসবি জওয়ানের হাতে ধরা পড়ে যান। তল্লাশিতে তাঁদের কাছ থেকে পাকিস্তানি পাসপোর্ট ও অন্য নথি উদ্ধার হয়। উদ্ধারের পর এসএসবি জওয়ানরা দু''জনকেই আটক করে দার্জিলিং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তার পরই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। তাঁরা পাকিস্তানের করাচির গহানমার স্ট্রিটের সরাফা বাজারের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, গত বছর ২৯ মে শাইস্তা হানিফ ও ছেলের পাসপোর্ট জারি করে পাকিস্তান সরকার। মহিলার পাসপোর্ট ২০৩২ সাল পর্যন্ত বৈধ। তাঁর ছেলের পাসপোর্ট ২০২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত বৈধ। তাঁরা দু''জনই পাকিস্তান থেকে সৌদি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গত ৫ নভেম্বর দু''জনেই ভারত ও নেপাল যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানের টিকিট কেটেছিলেন। ১১ নভেম্বর, তাঁরা সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছন। সেখান থেকে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছন। ধৃতদের থেকে কাঠমাণ্ডু থেকে মুম্বই এবং সেখান থেকে জেদ্দার বিমানবন্দরের টিকিট উদ্ধার করেছে এসএসবি। সেই সঙ্গে ৫ নভেম্বর জারি করা নেপাল সরকারের ট্যুরিস্ট ভিসা, দুটি মোবাইল, দুটি সিম কার্ড, একটি মেমোরি কার্ড, দুটি পেনড্রাইভ, ১০ হাজার নেপালি টাকা, ১৬ হাজার ৩৫০ ভারতীয় টাকা, ৬ ইউরো প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়েছে।

শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক বাইডেনের, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে মতবিনিময় দুই রাষ্ট্রনেতার

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রাচ্যে অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বয়ং বাইডেন। বুধবারের ওই বৈঠক প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, 'আজ (বুধবার) প্রেসিডেন্ট শি এবং আমি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে মতবিনিময় করেছি, আলোচনা হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং আগ্রাসন নিয়ে।' প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরও বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং আমি আমাদের টিমগুলিকে একটি নীতি এবং আইন প্রয়োগকারী সমন্বয় বজায় রাখার দায়িত্ব দিয়েছি, যাতে এটি কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। দ্বিতীয়ত, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সামরিক-থেকে-সামরিক যোগাযোগ, সরাসরি যোগাযোগ পুনরায় শুরু করছি... তাই আমরা সরাসরি, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, সরাসরি যোগাযোগে ফিরে এসেছি সরাসরি ভিত্তিতে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে মন্দিরের কাছে বাসস্ট্যান্ডে বিস্ফোরণ, আতঙ্কের আবহ সুরানকোটে

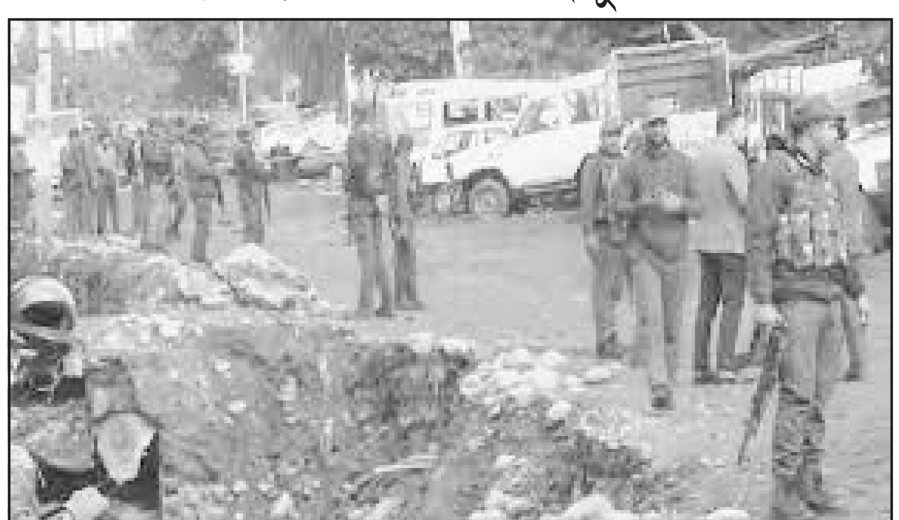

পুঞ্চ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সুরানকোট। বুধবার রাতে একটি মন্দিরের কাছে সুরানকোট বাসস্ট্যান্ডে বিস্ফোরণ হয়।

কৃষ্ণ মন্দিরের দেওয়াল, ছাদে স্প্লিন্টারের কারণে গর্ত তৈরি হয়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিরাপত্তা বাহিনী। মন্দিরের পুরোহিত বলেছেন গত রাতে এখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুরোহিত অতুল শর্মা বলেছেন, 'গতরাতে বিস্ফোরণটি রাত ৮.৫০ মিনিট নাগাদ হয়।

আমরা সবাই গেটে ছিলাম, এবং একটি বিকট শব্দ শোনা যায়। তারপর আমি স্টেশন হাউস অফিসারকে ফোন করি, এবং তারা ঘটনাস্থলে আসে। ভারতীয় সেনাবাহিনীও এখানে পৌঁছয়। বিস্ফোরণটি খুব শক্তিশালী ছিল, এবং আমরা সবাই ভয় পেয়েছিলাম।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভুঁড়ি নিয়ে চিন্তিত?

উৎসবের আগে ওজন কমানোর ধুম শুরু হলেও, পুজো কাটতে না কাটতেই সেই তাগিদ আর খুব বেশি চোখে পড়ে না। উল্টে, পুজোয় খাওয়াদাওয়ায় সেটুকুও বেড়ে গিয়েছে। ওজন কমাতে গিয়ে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে আপস করতে চান না অনেকেই। খাবার না খেয়ে নয়, পরিমিত খেয়েই কমতে পারে ওজন। খাবারের পাশাপাশি নজর দিতে হবে ডিটক্স পানীয়ের উপর।

ওজন ঝরানোর জন্য চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন আদার উপর। ওজন ঝরাতে আদার ভূমিকা অনবদ্য। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে দিতেও আদা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। হজমের গোলমাল কমাতে সবচেয়ে বেশি উপকারী আদা। হজমশক্তি উন্নত হলেই ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মেদ গলানোর পাশাপাশি প্রদাহজনিত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে আদা।

পুষ্টিবিদদের মতে, আদা দিয়ে তৈরি পানীয় ওজন কমাতে সাহায্য করে। তবে এই পানীয় খাওয়ার একটি নিয়ম আছে। সাধারণত এই ধরনের পানীয় খালিপেটে খাওয়ারই চল আছে। তবে আদা দিয়ে তৈরি পানীয় খেতে হবে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। কী ভাবে বানাবেন এই পানীয়? উপকরণই বা কী প্রয়োজন?

১ ইঞ্চি মাপের আদার টুকরো, ১ চা চামচ মৌরি, আধ চা চামচ জোয়ান, ৩ কাপ জল, লেবুর রস এবং মধু এই কয়েকটি উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়ে যাবে ডিটক্স পানীয়। কী ভাবে বানাবেন?

একটি পাত্রে জলের সঙ্গে লেবুর রস, মধু বাদ দিয়ে বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে ফোটাতে থাকুন। ৫-১০ মিনিট ফোটানোর পর নামিয়ে নিন। একটু ঠান্ডা করে খাওয়ার আগে উপর থেকে লেবুর রস এবং মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর এই পানীয় খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

হলুদ মিশ্রিত ৩ পানীয়: নিয়মিত খেতে পারলে রোগ এবং "টক্সিন"

দুর্গাপুজো থেকে শুরু হয়েছিল অত্যাচার পর্ব। বাইরে ঘোরা, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম, শরীরচর্চা বন্ধ। ভাইফোঁটা পর্ব শেষ হতেই অপরাধবোধ শুরু। যার প্রভাব শুধু শরীরে নয়, মনের উপরেও পড়ে। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ফলেই শুধু যে ওজন বাড়ে, তা কিন্তু নয়। শরীরে টক্সিন বা দূষিত পদার্থের মাত্রা বেড়ে গেলেও ওজনের হেরফের হয়। তবে হেঁশেলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মশলা, হলুদ দিয়েই এই ধরনের সমস্যা বশে রাখা যায়। হলুদের অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে, শরীরকে ভিতর থেকে টক্সিনমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। অনেকেই সকালে খালি পেটে কাঁচা হলুদ বাটা খান। তবে এ ছাড়াও আরও তিন ভাবে হলুদ খাওয়া যেতে পারে।

১) সোনালি দুধ

দুধ খেতে যদি সমস্যা না থাকে, তা হলে মরসুম বদলের সময়ে সংক্রমণজনিত সমস্যা থেকে বাঁচতে এই পানীয় বিশেষ ভাবে কাজ করে। এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধে এক চিমটে হলুদ এবং গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে নিতে পারলে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

২) ডিটক্স পানীয়

প্রতি দিন ইষদুষ্ণ জলে মধু এবং লেবুর রস তো খেয়েই থাকেন। এই পানীয়ের কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে এর মধ্যে মেশান এক চিমটে হলুদ। আগের দিন রাতে বড় কাচের পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল, বেশ কিছুটা আদা এবং লেবুর টুকরো, কয়েকটি পুদিনা পাতা, দারচিনির টুকরো-সহ ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে ওই জলে এক চিমটে হলুদ এবং মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন। ফ্লু, সর্দি- কাশি, ঠান্ডা লাগা এবং অ্যালার্জির সমস্যায় দারুণ কাজ করে।

৩) হলুদের চা

এই পানীয় তৈরি করতে হলুদ গুঁড়ো বা কাঁচা হলুদ দুটিই ব্যবহার করা যায়। জল ফুটতে শুরু করলে তার মধ্যে আদার টুকরো দিয়ে দিন। এবার দিন এক চিমটে হলুদ। ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এই চা খাওয়ার আগে মধু এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করে নিতে পারেন। স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুই ভাল হবে।

শীতকালে বিদ্যুতের বিল তুলনায় কম আসে

গরমকালে বিদ্যুতের বিল দেখে ভিরমি খেতে হয় অনেককেই। তবে শীতকালে আকাশছোঁয়া বিল না এলেও স্বস্তিতে থাকা যায় না। শীতে এসি, ফ্যান চলে না ঠিকই, তবে গিজার চলে। গরমের মতো না হলেও একেবারে কম বিল আসে না শীতে। ঠান্ডায় এককাড়ি টাকা বিদ্যুতের বিল দিতে না চাইলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১) কম বিদ্যুতখরচ হয় এমন আধুনিক পদ্ধতির আলো ব্যবহার করতে পারেন। তা হলে খরচ কমে অনেকটাই। এ ছাড়াও বাল্ব কিংবা টিউব মাঝেমাঝেই পরিষ্কার করুন। এতে ভিতরের তার ও ফিলামেন্টে ধুলো জমে না। ফলে বাড়তি বিদ্যুতটানারও প্রয়োজন পড়ে না।

২) ফ্রিজের ব্যবহার শীতকালে একটু কমে। তবে এমন ভাবে ব্যবহার করুন যাতে বিল কম আসে। ফ্রিজ ব্যবহারের সময় তার দরজা বার বার খুলবেন না। ফ্রিজের দরজা বেশি ক্ষণ খোলা রাখলে বেশি বিদ্যুতখরচ হয়। ফ্রিজের পিছনে থাকা কন্ডেন্সার কয়েলটি মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করা জরুরি। এখানে ময়লা জমে থাকলে, বিদ্যুতের খরচ ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

৩) টিভি দেখার সময়ে অনেকেই স্ট্যান্ডবাই করে রেখে দেন। এতে বিদ্যুতখরচ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। টিভি না দেখলে রিমোট দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিন। কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ঠান্ডায় এককাড়ি টাকা বিদ্যুতের বিল দিতে না চাইলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। ছবি: সংগৃহীত।

৪) মাইক্রোওয়েভ, মিক্সি, টোস্টার কম ব্যবহার করলে বিল বাঁচবে অনেকটা। এই ধরনের বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ব্যবহারের কম করলেই ভাল। এগুলির ব্যবহারে বিদ্যুতের বিল অনেকটাই বেশি ওঠে। নতুন কোনও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কিনলে বিদ্যুতসাশ্রয়ী যন্ত্র কিনুন।

৫) বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারের আগে সরকারি নিয়মের স্টার রেটিং দেখে কিনুন। স্টার রেটিং যদি পাঁচ হয়, তবেই বাড়িতে আনতে পারেন। কারণ, বিদ্যুতসাশ্রয়ের জন্য এগুলি আদর্শ।

আর মাত্র দেড় বছর, "উধাও" হয়ে যাবে শনির বলয়!

মাত্র আঠারো মাস। ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর আকাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে শনির বলয়! জানাল আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

সূর্য থেকে দূরত্বের নিরিখে ষষ্ঠ গ্রহ শনি, যা বৃহস্পতির পর সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহও বটে। তবে একে সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে তোলে এর বলয়। শনিতে মোট ৮২টি বলয় রয়েছে। মূল বলয় ৭টি। এই বলয়গুলি মূলত অসংখ্য বরফ কণা, পাথরের ভগ্নাংশ ও ধূলিকণা নিয়ে গঠিত। এগুলি আসলে ধূমকেতু, গ্রহাণু বা উপগ্রহের অংশবিশেষ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে শনির কাছাকাছি এসে তার মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল মহাজাগতিক পদার্থগুলি। এই বলয় কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন সে কথা। এর আয়ু খুব বেশি হলে ১০ কোটি বছর। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে বলয়। শনির বুকে আছড়ে পড়ছে বলয়ে ঘূর্ণায়মান পাথরখণ্ড।

কিন্তু ১০ কোটি বছর তো দূরের কথা, আর দেড় বছরের মধ্যে পৃথিবীর আকাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে শনির বলয়! শনি-পৃষ্ঠ থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল বিস্তৃত বলয়কে টেলিস্কোপে চোখে রাখলেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ২০২৫-এ তা আর দৃশ্যমান হবে না। তবে সত্যি সত্যি এখনই গায়েব হয়ে যাবে না বলয়। সবটাই দৃষ্টিভ্রম। পৃথিবীর সাপেক্ষে ৯ ডিগ্রি কোণে আনত শনি। ২০২৪ সাল নাগাদ এই কোণটি কমে প্রায় ৩.৭ ডিগ্রি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এক বছর পরে, পৃথিবী থেকে দূরত্ব বাড়ার জন্য শনির অক্ষটি তার বর্তমান হেলানো অবস্থান থেকে একটি উল্লম্ব অবস্থানে পৌঁছবে, যা বলয়গুলিকে পৃথিবীর সমান্তরালে একটি পাতলা অনুভূমিক রেখার মতো করে দেবে। ফলে চোখের ভুলে বলয়গুলিকে প্রায় দেখাই যাবে না।

বিষয়টি সরলীকরণ করলে দাঁড়ায়, আমাদের চোখের সমান্তরালে একটি কাগজ ধরলে যেমন হবে, কাগজটিকে দেখাই যাবে না।

তবে এ-ও স্থায়ী হবে না। ফের দৃশ্যমান হবে শনির বলয়। গ্রহ ঘুরতে ঘুরতে তার বলয়ের অন্য দিক সামনে আসবে। ২০৩২ সালে পৃথিবীর সাপেক্ষে শনি ২৭ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকবে। বলয় সবচেয়ে ভাল দেখতে পাওয়া যাবে ওই বছর। এর আগে ২০০৯ সালে উধাও

হয়ে গিয়েছিল শনির বলয়। তারও আগে ১৯৯৬ সালে।

ইঁদুরেরাও মানুষের মতো কল্পনা করতে পারে!

এই যে আকাশকুসুম কল্পনা করার ক্ষমতা সেটা কি একা আপনার-আমার? বিজ্ঞানীদের দাবি, মানুষের মতো কল্পনা করতে পারে ইঁদুরেরাও। ভার্চুয়ালবাস্তব পরিবেশ তৈরি করে তাদের উপরে গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, অন্য সময়ের স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা তারা মনে করতে পারছে। ভাবনা-চিন্তাও করতে পারছে। ভার্জিনিয়ার হওয়ার্ড হিউস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের জেনেলিয়া রিসার্চ ক্যাম্পাসের এক দল গবেষক এই পরীক্ষায় নেমেছিলেন। ভার্চুয়াল বাস্তবতায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ মাপতে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র (ব্রেন মেশিন ইন্টারফেস) তৈরি করেছিলেন তাঁরা। এর পর গবেষণাগারে ইঁদুরের উপরে সেটি প্রয়োগ করা হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইঁদুরেরাও মানুষের মত ভাবনা-চিন্তা করতে পারছে। যে পরিস্থিতি বা বাস্তবে তারা ওই মুহূর্তে নেই, তার কথাও ইঁদুরেরা ভাবতে পারছে। শুধু তাই নয়, গবেষণায় দেখা গিয়েছে ভার্চুয়াল বাস্তবে ভাবনা-চিন্তা করে ইঁদুরেরা কোনও বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতেও সক্ষম।

গবেষকেরা দেখেছেন, নতুন পরিবেশ ও ঘটনায় মানুষের মতো ইঁদুরের মস্তিষ্কেও উদ্দীপনা তৈরি হয়। ইঁদুরের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশ (যেখানে আমাদের স্থান, কাল সংক্রান্ত স্মৃতি ও তথ্য জমা থাকে) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে তারা পূর্ব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও তথ্য থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কাঠবাদাম খেলে কি সত্যি ওজন কমে?

প্রতি দিন সকালে ভেজানো কাঠবাদাম, আখরোট এবং কয়েকটি কাজুবাদাম খেয়েই দিন শুরু করেন। বাদামের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। ওজন ঝরাতেও বেশ কার্যকর এই বাদাম। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, দ্রুত মেদ ঝরাতে শরীরচর্চার পাশপাশি ডায়েটে কাঠবাদাম রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক জানাচ্ছেন, শুধু ওজন ঝরানোই নয়, কার্ডিয়োমেটাবলিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করতেও সাহায্য করে এই বাদাম। তাঁরা দেখেছেন, "এনার্জি রেস্ট্রিকটেড ডায়েট" করেন যাঁরা, নিয়মিত কাঠদাবাম খেয়ে তাঁরা প্রায় ৭ কিলেগ্রাম ওজন ঝরাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় ৯ মাস ধরে ১০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর করা সমীক্ষা শেষে এই ফল পাওয়া গিয়েছে। গবেষণার প্রধান চিকিতক সারায়া কার্টার বলেন, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় খনিজে ভরপুর কাঠবাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও। তা বিপাকহার উন্নত করতে সাহায্য করে। ফলে শরীর থেকে মেদ ঝরে দ্রুত। আগেও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে। ২০১৮ সালে "নিউট্রিয়েন্টস" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় ভারতীয় এক গবেষক এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, কাঠাবাদাম হল মোনো এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের উত। নিয়মিত ৪৫ গ্রাম কাঠবাদাম খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

জিমে না গিয়ে ঘরের কাজ করেই অতিরিক্ত ক্যালোরি ঝরাতে পারেন

সুস্থ থাকতে ডায়েট মেনে চলা, নিয়ম করে জিম, প্রয়োজনীয় অ্যারোবিক্স, কত কিছুই না করতে হয়। স্থূলত্ব, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়তে এ ছাড়া আর অন্য উপায়ই বা কী? তবে সারা দিন নানা কাজের পর এত কিছু করা সম্ভব হয় না। ক্লান্ত বোধ করেন অনেকে। তা ছাড়া, এত কিছুর পর নিত্য দিনের বাড়ির কাজও তো আছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এত কিছু করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলে থাকেন, সুস্থ থাকতে যে সব সময়ে যন্ত্রনির্ভর শরীরচর্চাই করতে হবে, এমন কিন্তু নয়। বাড়ির সাধারণ কাজকর্ম করেও দিব্যি সুস্থ থাকা যায়। নিয়মিত বাড়ির কাজ করলে ৫০০ ক্যালোরি পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাস্টন মরিস এক সাক্ষাতারে বলেন, "ঘর মোছার মতো কায়িক পরিশ্রমের কাজ কারও শরীরচর্চার মাধ্যম হতেই পারে। নিয়মিত ২০ থেকে ৩০ মিনিট মোছামুছির কাজ করলেই শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকা যায়।" পরিবেশ এবং জীববিদ্যা নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী জেম এ লেভিন ২০০৪ সালে প্রথম এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। তিনি জানিয়েছেন, একমাত্র ঘুমোনো ছাড়া বাকি যাবতীয় কাজ করতে শক্তি খরচ হয়। বাড়ির কাজ থেকে শুরু করে খেলাধুলো সম্পন্ন করতে শক্তির প্রয়োজন। এমনকি, অফিসে বসে টাইপ করতেও ক্যালোরি ক্ষয় হয়। ডাস্টন বলেন, "এক এক দিন, বাড়ির এক এক রকম কাজ করেই ক্যালোরি পোড়ানো যেতে পারে। এক দিন ঘর মুছলে, তার পরের দিন জামা-কাপড় কাচতে পারেন। আবার, এক দিন স্নানঘর পরিষ্কার করলে, পরের দিন হেঁশেল পরিষ্কার করতে পারেন।"

কোন কাজে কী পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে তা জানেন?

১) ধুলো পরিষ্কার করা

দিনে দু'বার মোটামুটি তিন থেকে চারটে ঘর খুব ভাল করে ঝাড়ু দিলে নিমেষে খরচ হয়ে যায় ১২৫ ক্যালোরি। সঙ্গে যদি দরজা, জানলা বা বই রাখার আলমারি পরিষ্কার করতে পারেন, তা হলে তো কথাই নেই।

২) স্নানঘর পরিষ্কার করা

৩০ বার লাফানোর সমান ক্যালোরি ঝরতে পারে যদি মিনিট ১৫ বাথরুম পরিষ্কার করতে পারেন। বাথরুমের দেওয়ালের টাইল, মেঝে ভাল করে পরিষ্কার রাখতে ভালই কায়িক পরিশ্রম করতে হয়।

৩) বাসন ধোয়া

সকালের জলখাবার থেকে রাতের খাওয়া, বাসন নেহাত কম খরচ হয় না। সারা দিনে মিনিট ১৫ সময় ব্যয় করে বাসন মাজলেও ১০৫ ক্যালোরি ঝরে।

৪) জামা-কাপড় কাচা

যন্ত্রের মাধ্যমে কাচাকুচি করলেও ক্যালোরি ঝরবে। ওয়াশিং মেশিনে কয়েকটি কাপড় ভরা, জল ঢালা, সাবান মেশানো, তার পর তা বার করে ঝেড়ে, টানটান করে মেলে দেওয়া মিনিট কুড়ি ধরেও যদি এই কাজ করা যায়, তবে ৭৮ ক্যালোরি খরচ হয়।

৫) ঘরের মেঝে মোছা

নিয়ম করে মিনিট ১৫ ঘর মুছলে কোমর, ঘাড়, হাত ও পায়ের যে পেশি সঞ্চালন হয়, তাতে প্রায় ১৫০-১৮০ ক্যালোরি খরচ হয়।

ব্রণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না

বাইরের খাবার খাওয়া, নাকি জল কম খাওয়া ব্রণ হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ কী, তা অনেকেরই অজানা। তবে ধরে নেওয়া হয় যে, এই দু'টিই ব্রণ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ। এগুলি ছাড়া রাত জাগা, ত্বকের যত্ন না নেওয়ার জন্যের ব্রণ হতে পারে। ব্রণ তাড়াতে অনেকেই ভরসা রাখেন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর। সেগুলিও যে খুব কার্যকর, তা নয়।

আবার ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেও বিশাল কোনও সুফল পাওয়া যায় না। পুষ্টিবিদদের মতে, শুধু বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নিলে চলবে না। ত্বকের খেয়াল রাখতে হবে ভিতর থেকেই। তার জন্য বদল আনতে হবে খাওয়াদাওয়ায়। কোন খাবারগুলি বেশি করে খেলে ব্রণের ঝুঁকি কমবে?

পাতিলেবু

লেবুতে রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান, যা শুধু শরীর নয়, একই সঙ্গে যত্ন নেয় ত্বকেরও। পাতিলেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি। এই ভিটামিন ত্বক ভাল রাখতে কতটা কার্যকরী, তা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ত্বক ভিতর থেকে পরিষ্কার করতে ভিটামিন সি সত্যিই উপকারী। তবে সরাসরি ত্বকে লেবুর রস লাগানো ঠিক হবে না। তাতে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। বরং লেবুর রস খেতে পারেন।

কুমড়ো

ব্রণের ওষুধ যে কুমড়ো হতে পারে, তা অনেকেরই অজানা। কুমড়োতে রয়েছে জিঙ্ক, আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড, যা ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতেও কুমড়ো উপকারী। ব্রণের সমস্যা থাকলে কুমড়ো খেলে উপকার পেতে পারেন। বেরিজাতীয় ফল স্ট্রবেরি, চেরি, ব্লুবেরির মতো ফলে এক ধরনের অ্যাসিড থাকে, যা রক্ত পরিশুদ্ধ করে, রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। এই ফলগুলিতে ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। সেই সঙ্গে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণও কম নয়। উপকারী এই উপাদানগুলি ত্বকের কালো দাগছোপ দূর করে নিমেষে। সেই সঙ্গে ব্রণের হাত থেকে মুক্তি দেয়।

দেবাশিস তেওয়ারী'র দুটি কবিতা

ওরা জনগণ

কখনও কোথাও কোনও অভিজ্ঞান ফেলে রাখতে নেই
বয়সের ভারে আজ স্থবিরতা জড়িয়ে ধরেছে
মেঘের আঁচল ধরে টেনে নিচ্ছে জড়োয়ার মতো
কিছু কিছু দোলাচল, যার কোনও প্রতিচ্ছবি নেই

কখনও কোথাও কোনও অভিজ্ঞতা ফেলে রাখতে নেই
নিদারুণ কাষ্ঠ তার জ্বেলে দেবে অন্য কোনও দীপ
কিংবা বারুদ-মন মানব-বোমায় পরিণত
হতে হতে দেখা দেবে সেখানেও মলিন প্রচ্ছায়া

কখনও কোথাও কোনও অভিযোগ ফেলে রাখতে নেই
ঠেসে ঠেসে রাখতে গেলে উঠে আসে পানা ভরতি জল
সে-জল বড়ই মুক্ত ড্রেন থেকে ড্রেনে ছেড়ে দিলে
অবেলায় ঘুরে মরবে, যে-মুখ স্পষ্ট হয় না মোটে

শুধু আঁচলের টানে ভেঙে যায় বয়স্যের বাঁধ
ওরা জনগণ, ওরা সব পারে করে না সংবাদ

সিংহাসন

সিংহ যেখানে বসে সেটি সিংহাসন
আঁজলায় জমা জল যেভাবে ওজুর
মহিমা নষ্ট করে কিংবা খুয়োয়
যেভাবে নমাজ অন্তে সন্তুষ্ট মজুর
চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে, নানান কৌশলে
তাকে কেউ বলে দিন-আনা-দিন-খাওয়া
কেউ খেলে কাটাকুটি, কেউ বলে বাদা
বাদায় ভ্রমণ করলে নষ্ট হয় চাওয়া।
মিথ্যের ইচ্ছেয় চলে পাণ্ডিত্যের জমি
মিথ্যের অলীকস্বপ্ন যদি চাষ করে
তাহলে সংশয় ঘোচে, সংশয়ের মমি
ক্রমে বড় হতে হতে ভেঙেচুরে পড়ে

কেননা ভেতরে সিংহ, ভিতরে আদর
দুরমুজ করার চেষ্টা দেগে দিচ্ছে ভোর

কেননা ভিতর খাঁ খাঁ , সিংহটাই মন
যেখানেই বসবে তুমি সেটা সিংহাসন।

পাটনায় শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী ছট উৎসব, প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে

পাটনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের পাটনায় ১৭ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী ছট উৎসব। সূর্য্য পুজোর চার দিনের এই উৎসবের প্রথম দিন ১৭ নভেম্বর স্নান করে শনিবার ছট ভার্তি খর্না করা হবে। এরপর রবিবার অস্তগামী সূর্য্য এবং সোমবার উদীয়মান সূর্য্যকে পুজো করা হবে। তাই এখন পাটনায় ছট পুজোর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। ছট পুজোর জন্য পুজোর সামগ্রী দিয়ে সাজতে শুরু করেছে সমগ্র বাজার।

রাজধানী পাটনার আর ব্লক মোড়, কদমকুয়ান, কুর্জি কাঁকরবাগ, রাজেন্দ্র নগর, নেহেরু পার্ক সহ ছোট-বড় সব এলাকায় দৌরা, মাটির উনুন, আম কাঠ ও নারকেল সহ ছট পুজোর সামগ্রীর দোকান বসানো হয়েছে। লোকজন কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছে।

পাটনার বাজার কমিটিতে প্রতি কেজি ফলের দাম ৮০ থেকে ১০০ টাকা, আপেল ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা কেজি, ডালিম ১৫০ থেকে ২৩০ টাকা, নাশপাতি ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি, নারিকেল বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০ থেকে ৬০ টাকা। কলার দাম এবার ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা।

বিজেপি-র নতুন বনাম পুরনো কর্মী নিয়ে ফের মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপি-র নতুন বনাম পুরনো কর্মী নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এ সম্পর্কে লিখলেন তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "তাহলে সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে পার্টি তুলে দিক ! পুরোটা পারব না, অতএব কিছুই করব না, এ এক মারাত্মক ব্যাধি ! যখন বিজেপির প্রতিটি আসনে জামানত জব্দ হত, তখনও কর্মীরা পরিশ্রম করেছিলেন বলেই ২০১৯ সালে ১৮টা সিট বেরিয়েছিল। সেই কর্মীরা আজ ব্রাত্য, তার ফলও দেখা যাচ্ছে।

এক্স হ্যাণ্ডেলে বিজেপি কর্মী শ্যামল ভৌমিক লিখেছেন, "পুরাতন কর্মীরা দক্ষ ছিল না। তারা রাজ্যর প্রাপ্য টাকা আটকে দিতে পারেনি!!তারা সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত শেষ করে দুর্নীতির সপক্ষে যথাযথ চার্জশিট আদালতে পেশ করাতে পারবে না বলে মন্ত্রী নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে মানুষকে ক্ষুব্ধ করতে পারেনি! নতুনরা পেরেছে। জয় অবশ্যম্ভাবী!" এর প্রেক্ষিতেই তথাগতবাবুর উপরোক্ত মন্তব্য।

রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতির জন্য তিন পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড

রাঁচি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাঁচি সফরে নিরাপত্তার ত্রুটির কারণে তিনজন পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন। পুলিশ আধিকারিক বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে করে বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল পার্ক-কাম-মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরে যাচ্ছিলেন। সেসময় একজন মহিলা আচমকাই দৌড়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে উপস্থিত হয়। এই ঘটনার পরই তিনজন পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ আধিকারিক এদিন জানিয়েছেন। বুধবার মহিলা মোদীর কনভয়ের সামনে আসার পরই তাকে তৎক্ষণাৎ আটক করে হেফাজতে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে যমুনায় বিষাক্ত ফেনা পরিষ্কারের কাজ শুরু, অতিশীর তোপ যোগী সরকারকে

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ছটপুজো উপলক্ষ্যে দিল্লিতে যমুনা নদী থেকে বিষাক্ত ফেনা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির মন্ত্রী অতিশী নিজেই সরেজমিনে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন, পাশপাশি অতিশী তোপ দেগেছেন যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে। অতিশী বলেছেন, বিষাক্ত ফেনা দূর করতে ফুড-গ্রেড রাসায়নিক ও এনজাইম ছিটানো হচ্ছে। গত রাতে ১০টি নৌকায় ছিটানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দু''''দিনের মধ্যে, বিষাক্ত ফেনা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে...কিন্তু আমি উত্তর প্রদেশ সরকারকে বলব তাঁরা যেন দূষিত জল দিল্লিতে না পাঠান। অতিশী আরও বলেছেন, 'ছট দিল্লির মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বিপুল সংখ্যক পূর্বাঞ্চলীয় মানুষ দিল্লিতে বাস করেন, তাঁরা যাতে দিল্লিকে নিজেদের বাড়ি মনে করেন তা নিশ্চিত করার জন্য, ২০১৫ সাল থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার দিল্লিতে ছটের জন্য দুর্দান্ত ব্যবস্থা করেছে। এবারও ব্যবস্থাপনায় খামতি থাকছে না।'

নতুন দিল্লি-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেসের স্লিপার কামরায় আগুন, সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অগ্নিদগ্ধ বগি

এটাহ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল নতুন দিল্লি-দারভাঙা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে। বুধবার এটাহ জেলার সরাই ভোপাট রেল স্টেশনের কাছে নতুন দিল্লি-দারভাঙা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার কামরায় আগুন লাগে। ট্রেনের এস-৬ কামরায় আগুন লাগে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। রাতের অন্ধকারে আগুনের লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে বগিটি। রেল সূত্রের খবর, এস-৬ বগিতে ধোঁয়া দেখে স্টেশন মাস্টার ট্রেন থামান।

সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনা হয় এবং কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এরপর ট্রেনের ওই বগিটিকে ইঞ্জিন থেকে আলাদা করা হয়, আগুনের লেলিহান শিখায় বগিটি পুড়ে গিয়েছে। ব ৃহস্পতিবার সকালে ট্রেনের পুড়ে যাওয়া বগিটি ইঞ্জিনের সাহায্যে স্টেশন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বৈশালী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের স্লিপার কোচে আগুন লাগার ঘটনায় এসপি (গ্রামীণ) সত্যপাল সিং বলেছেন, 'এস-৬ কোচে আগুন লেগেছে।

উদ্ধারকারী দল সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কোনও প্রাণহানি হয়নি। কেউ আহত হয়নি। ট্রেনটি ৩০-৩৫ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছিল।'

ধোঁয়াশায় আরও আচ্ছন্ন দিল্লি-এনসিআর, বাতাসের গুনগতমান খারাপের পর্যায়েই

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি তো হচ্ছেই না, বরং দিন দিন আরও তলানিতে পৌঁছচ্ছে। দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যের অবস্থাও একই রকম। বৃহস্পতিবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদের ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। যেদিকে চোখ যায় শুধুই অস্পষ্টতা। বায়ুদূষণে নাজেহাল এক ব্যক্তি বলেছেন, দিল্লিতে শ্বাস নেওয়া খুবই কষ্টকর। সরকারের উচিত বিষয়টি দেখা। কেন এমনটা হচ্ছে, সমাধান খুঁজে বের করা উচিত। মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত সরকারের। প্রসঙ্গত, দীপাবলির পর থেকে রাজধানী দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছিল, সেই দূষণ কাটেনি বৃহস্পতিবারও। দিল্লীবাসী বলছেন, গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে জাতীয় রাজধানী।

উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে পঞ্চম দিনেও উদ্ধারকাজ জারি, সমস্ত শ্রমিক রয়েছেন সুরক্ষিত

উত্তরকাশি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মাণাধীন সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে পঞ্চম দিনেও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা সমস্ত শ্রমিক নিরাপদে রয়েছেন এবং তাঁদের খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সকালে নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পিআরও জি এল নাথ বলেছেন, '(ভারী ড্রিলিং) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই উদ্ধার অভিযান আবার শুরু করা হবে। আটকে পড়া সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন এবং শীঘ্রই তাঁদের উদ্ধার করা হবে।' উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে উত্তরকাশি জেলার ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের একাংশ ভেঙে পড়ে। এর জেরেই ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়েছেন প্রায় ৪০ জন শ্রমিক। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সকালেও বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়।

গাজার হাসপাতালে অস্ত্র মজুত হামাসের, ভিডিও প্রকাশ ইজরায়েলি ফৌজের

তেল আভিভ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : গাজার হাসপাতালে অভিজানে অভিযোগের আঙুল উঠছে ইজরায়েলের দিকে। কিন্তু গাজায় অভিযান শুরু করার পর থেকেই ইজরায়েল অভিযোগ করছে সেখানকার হাসপাতালগুলোকে বাঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করছে হামাস। গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফায় রয়েছে জেহাদিদের কমান্ড সেন্টার ও অস্ত্রভাণ্ডার। এবার ভিডিও প্রকাশ করে অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ দিল ইজরায়েলি ফৌজ। এই মুহূর্তে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আল শিফা হাসপাতাল। যাকে অন্যতম কমান্ড সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করছে হামাস জঙ্গিরা বলে অভিযোগ। ওই 'ঘাঁটি' থেকে জেহাদিদের উৎখাত করতেই বুধবার অভিযান শুরু করে ইজরায়েলের ট্যাঙ্কবাহিনী। হাসপাতালের ভিতরে অভিযান চালানোর পর এমআরআই বিল্ডিং থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র। ভিডিও প্রকাশ বৃহস্পতিবার দাবি করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস। আইডিএফের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র জোনাথন কনরিকাস আল শিফার এমআরআই বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢুকে হামাসের মজুত করা অস্ত্রশস্ত্র দেখাচ্ছেন। কনরিকাসকে বলতে শোনা যায়, "এই সমস্ত হাতিয়ার ও সরঞ্জাম দেখে আমরা নিশ্চিত যে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে হামাস জঙ্গিরা এই হাসপাতাল থেকে সামরিক অভিযান চালায়।" অন্যদিকে, আল শিফায় ইজরায়েলের এই অভিযানকে সমর্থন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এনিয়ে বুধবার তিনি বলেন, "গাজার হাসপাতালগুলোকে কমান্ড সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করে প্রথম যুদ্ধপরাধ করেছে হামাসই। সামরিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে হাসপাতাল থেকে। এর ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে।"

ভারতে করোনার সক্রিয় রোগী কমে পৌঁছল ১৫৮-তে, সুস্থতা ক্রমেই উর্ধমুখী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১৮ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ১৫৮ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩৩,২৯৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৮,০৫৭ জন করোনা-রোগী।ভারতে মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০, ৬৭,৭৬,৩৫১-তে পৌঁছেছে।

নিম্নচাপের প্রভাবে মেঘে ঢাকল দক্ষিণবঙ্গের উপকূল, পারদ চড়ল তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): নিম্নচাপের প্রভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলির আবহাওয়া। বৃষ্টি এখনও শুরু না হলেও মেঘে ঢেকেছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলি, শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ১৮ তারিখের পর থেকে বৃষ্টি কমবে। আপাতত বৃষ্টি হবে মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, এর প্রভাবে মূলত ১৬ ও ১৭ নভেম্বর বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। হাওড়া, হুগলি ও কলকাতাতেও হতে পারে বর্ষণ। আপাতত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পাকা ধান কেটে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কৃষকদের। এই সময়ে রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী কিছু দিন শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় আগুন পুড়ল ৮টি বাড়ি, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল কমপক্ষে ৮টি বাড়ি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ডোডা জেলার ভাদেরওয়াহ এলাকায় অবস্থিত একাধিক বাড়িতে আগুন লাগে। মোট ৮টি বাড়ি আগুনের লেলিহান শিখায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানি অথবা আহত হওয়ার খবর নেই। আগুন নিভে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে ডোডার এসএসপি আব্দুল কায়ুম বলেছেন, সকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পাই ভাদেরওয়াহ এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগুনে ৮টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শর্টসার্কিটের কারণেই আগুন লেগেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কেউ আহত হননি, প্রাণহানিরও খবর নেই।

নিয়োগ দুর্নীতিতে 'হাহাকার' চাকরি প্রার্থীদের, আশ্বাস হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর, (হি.স.): পুজোর ছুটি কাটিয়ে বৃহস্পতিবার পূর্ণ সময়ের জন্য খুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরই প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ বিষয়ে দ্রুত বেঞ্চ গঠনের আর্জি জানান আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ী।

আদালত সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হবে বলে এদিন আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা কলকাতা হাই কোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। দ্রুত বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে মামলাগুলি নিষ্পত্তির সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশিকা নিয়ে বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী। তাঁর আবেদন, আর কতদিন চাকরির দাবিতে এঁরা রাস্তায় বসে থাকবে? দ্রুত বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হোক, এই মর্মে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, বাংলায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার বিচার হবে কলকাতা হাই কোর্টেই। পাশাপাশি তদন্ত শেষ, মামলার নিষ্পত্তি করার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোনও চাকরি বাতিল হবে না, নির্দেশে এমনই জানিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। এছাড়া দ্রুত মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে বিশেষ বেঞ্চ গড়তে হবে।

সেসব নির্দেশকে হাতিয়ার করে পুজোর ছুটির পর হাই কোর্ট খুলতেই, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ি।

তাঁর আবেদন, আর কতদিন চাকরিপ্রার্থীরা এভাবে রাস্তায় বসে আন্দোলন করবেন? দ্রুত বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে মামলার নিষ্পত্তি হোক।

রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে দরিদ্র, কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন : রাহুল গান্ধী

চুরু, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের জনগণের কাছে পুনরায় কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে দরিদ্র, কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।

রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বৃহস্পতিবার চুরুতে নির্বাচনী জনসভা করেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'রাজস্থান সরকার আপনাদের জন্য অনেক কাজ করেছে, একটা কথা মনে রাখবেন, এখানে বিজেপি সরকার গঠিত হলে, আমরা যা কিছু করেছি - তা পেনশন প্রকল্প, স্বাস্থ্য প্রকল্প, ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার অথবা মহিলাদের জন্য ১০ হাজার টাকা হোক - সবই বাতিল হয়ে যাবে। তারা (বিজেপি) আবার বিলিয়নেয়ারদের সাহায্য করা শুরু করবে। কংগ্রেসকে ভোট দিলে গরিব, কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'এখানে আমরা গরিবের সরকার চালাই, আমরা আপনাদের রক্ষা করি। নরেন্দ্র মোদী জিএসটি কার্যকর করেছেন। ভারতে প্রথমবারের মতো কৃষকদের কর দিতে হচ্ছে।

রাজস্থানে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ এবং জিতবই : রাহুল গান্ধী

জয়পুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার সকালে জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেছেন, রাজস্থানে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ এবং জিতবই। এদিন সকালে জয়পুর বিমানবন্দরে একইসঙ্গে দেখা যায় রাহুল গান্ধী, অশোক গেহলট ও শচীন পাইলটকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেছেন, 'আমাদের শুধু একসঙ্গে দেখাই যাবে না, আমরা ঐক্যবদ্ধও। আমরা একসঙ্গেই থাকব এবং ভোটে জয়লাভ করব।'

নিয়োগে অনিয়মের দায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ওপর বর্তালেন মানিক

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর, (হি.স.): বৃহস্পতিবার প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি করলেন ধৃত প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্য।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এদিন মানিকবাবুর জামিনের মামলার শুনানি ছিল।

সেখানেই তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, 'নিয়োগের প্যানেল তৈরি করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। নিয়োগে কোনও অনিয়ম হয়ে থাকলে সেটা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের মাধ্যমেই হবে। ফলে অনিয়মের সঙ্গে তাঁর মক্কেল কোনওভাবে জড়িত নয়।' অর্থাৎ নিয়োগ মামলায় কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে তার দায়ভার মানিকের নয়, বরং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলির। এদিনের শুনানিতে আইনজীবী মারফৎ মানিক ভট্টাচার্য্য এমনটাই দাবি করেছেন।

আদালতে মানিকবাবুর আইনজীবী জানান, নিয়োগ মামলায় পর্ষদের তালিকায় নাম ছিল না এমন ৯৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই বিষয়ে হাইকোর্টের অন্য বেঞ্চে মামলা চলছে। আইনজীবী বলেন, 'এর থেকেই তো স্পষ্ট নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি পর্ষদ সভাপতির কোনও যোগ নেই।'

এর পরই মানিকবাবুর কাছে বিচারপতি জানতে চান, পর্ষদ সভাপতির অনুমতি ছাড়া কীভাবে নিয়োগ সম্ভব? এজলাসে মানিকবাবু বিচারপতিকে বলেন, 'নিয়োগের প্যানেল জেলা শিক্ষা সংসদ থেকে তৈরি হয়। ফলে এর সঙ্গে পর্ষদ সভাপতির কোনও সম্পর্ক নেই।'

বিচারপতি জানতে চান, 'আপনার আমলে কতজন নিয়োগ হয়েছে।' মানিকবাবু জানান, ৪৪ হাজার। এর মধ্যে কতজনের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে মানিক জানান, '৯৮ জনের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে পর্ষদ কিছুই জানতো না। নিয়োগ হয়েছে জেলা থেকে।'

এদিন আদালতে মানিকবাবুর আইনজীবীর আরও দাবি, 'নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে সরাসরি টাকা নেওয়া বা এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য প্রমাণ এখনও আদালতে পেশ করতে পারেনি ইডি, সিবিআই।

তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।'

পাল্টা হিসেবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জামিনের বিরোধিতা করে জানানো হয়, মানিকবাবু যা বলছেন, তার ভিত্তিতে স্পষ্ট নিয়োগ মামলার দুর্নীতির শিকড় আরও গভীরে। এ বিষয়ে তাঁকে আরও জেরার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

দোরগোড়ায় মেয়ের বিয়ে, বাবার সিদ্ধান্তে আঁধার ঘোষ বাড়িতে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : একেই কি বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত? আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব একটা পরিবারকে আচমকা এত অসহায় করে তুলতে পারে? দশ দিন পর মেয়ের বিয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই মেয়ের বাবা, পোলবার আমনান গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষের (৫৩) ঝুলন্ত মৃতদেহ মিলল সোয়াখালের পাশে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পোলবাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।বিশ্বজিৎবাবু এমন কাণ্ড ঘটনাবেন তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনদের। মৃতের দিদি জবা ঘোষ বলেন, ”ভাইয়ের কোনও সমস্যা ছিল, এমনটা আগে কোনওদিন বলেনি। বিয়ের আর দশ দিন বাকি। টাকা পয়সা প্রয়োজন কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল অসুবিধা হবে না। সব আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গিয়েছে। কেন এমন ঘটনা ঘটাল, তা বুঝতে পারছি না। টাকার অভাব থাকলে বলতে পারত।”বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে নিজেই ফোন করে বাড়িতে জানান যে তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে যান ঘোষ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। বারবার পরিবারের সদস্যরা ফোন করলেও তিনি আর ফোন ধরেননি।

সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও বিশ্বজিতের কোনও খোঁজ পায়নি তাঁর পরিবার। হদিশ না পেয়ে পোলবা থানায় নিখোঁজ ডায়রি করে পরিবার। বৃহস্পতিবার সকালে আমনান গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে সোয়াখালের পাশে একটি গাছে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পোলবা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কী কারনে আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বিশ্বজিতের মেয়ের বিয়ের জন্য সব আয়োজন সারা। ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে নিয়ে ঘোষ বাড়িতে চলছে তোর জোর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সব আয়োজন হয়ে গেলেও মেয়েকে বিয়েতে দেওয়ার জন্য গয়না কেনা হয়নি। সেই কারণে দুশ্চিন্তা ভুগছিলেন। তা থেকেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

মৃতের ভগ্নিপতি সুমন্ত সুর বলেন, ”গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারকে নিজেই ফোন করে জানান যে বেঁচে থাকতে চান না। বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলে ফোন কেটে দেন। মাস দেড় ধরে মানসিক অবসাদে ছিলেন। ঠিক কী নিয়ে অবসাদ তা বোঝা যেত না।”

বেড়ে ১২৫৬৮

● **প্রথম পাতার পর** বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার তুলনায় গত ১ নভেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ১২৫৬৮ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৬৩২০ জন এবং মহিলা ৬২৪৮ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁর কথায়, খসড়া ভোটার তালিকায় দাবি, আপত্তি এবং সংশোধনীর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর প্রক্রিয়া চলবে। এখন পর্যন্ত ওই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ২৮৭৭১টি আবেদন জমা পড়েছে।

তিনি বলেন, ওই আবেদনগুলির মধ্যে দাবি ৮৫৯৯টি, আপত্তি ৪৬৫৭টি এবং সংশোধনীর জন্য ১৫৫১৫টি আবেদন রয়েছে। তাঁর কথায়, প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। তাই, রাজ্যের সমস্ত বৈধ ভোটার শীঘ্রই ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত হোন। কারণ, সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাতে, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার গুরুত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে।

তাঁর বক্তব্য, এখন বছরে চারবার ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাই, এই মুহূর্তে ১৭ বছর বয়স হয়েছে তাঁরাও ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করুন। যেদিন ১৮ বছর পূর্ণ হবে, একবার শুনানি হওয়ার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

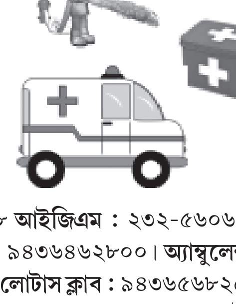

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বামীর জুয়া খেলায় অতিষ্ঠ, দুই সন্তানের ঘুমের মাঝে গলায় ফাঁস স্ত্রীর

উত্তর দিনাজপুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : স্বামীর জুয়া খেলায় অতিষ্ঠ স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত দুই সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চরম পথ বেছে নিলেন স্ত্রী। বন্ধ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার পর থেকেই স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাড়ি থেকে উধাও।ইসলামপুরের সুজালি কমলাগাঁও পঞ্চায়েতের গমিরগছ গ্রামের মাদ্রাসাহাট এলাকার বাসিন্দা তাহেরা খাতুন (৩২)। স্বামী সাব্বির আলম পেশায় ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার সকালে ঘরে মায়ের ঝুলন্ত দেহের সামনে পাঁচ এবং ছবছরের দুই সন্তান তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, সারাজীবনের জন্য কী হারাল তারা। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পাড়াপড়শি-সহ পাড়ার বাসিন্দারা বাড়ির সামনে ভিড় জমায়।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়ির আশপাশেই ছিলেন মৃতার স্বামী। কিন্তু তার পর থেকে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের কোনও খোঁজ মিলছে না।মৃতার পরিবারের অভিযোগ, স্বামীর লাগাতার জুয়া খেলায় বিপুল আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে পরিবার। সেই জুয়া খেলা নিয়ে বুধবার রাতে স্বামীর সঙ্গে তুমূল ঝগড়া বাঁধে। এর পরই সাব্বির বেধড়ক মারধর করে স্ত্রীকে। তাতেই সম্ভবত অপমানিত হয়ে তাহেরা আত্মহত্যা করেন।এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিংহ বলেন, “ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে পরিবারের তরফে অভিযোগ জমা পড়েনি এখনও।”

হেডফোন কানে রেললাইন পার এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন তরুণী

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বনগাঁ-শিয়ালদহ শাখার ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কলকাতা-খুলনাগামী বন্ধন এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক তরুণীর।সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ রেলচলাচল ব্যাহত হয়। সূত্রের খবর, কানে হেডফোন লাগিয়ে উচ্চস্বরে গান শুনতে শুনতে রেললাইন পার করতে গিয়ে এই অঘটন।মৃত বছর সাতাশের শর্মিলা পরমাণিক, উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা। তরুণী স্থানীয় একটি প্যাথলজি ল্যাবে রক্ত সংগ্রহের কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে রক্ত সংগ্রহের কাজে বেরিয়েছিলেন। ঠাকুরনগর স্টেশন এলাকায় ডাউন লাইন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন।সে সময় ডাউন লাইনে ট্রেন চলে আসায় আপ লাইনের উপর উঠে পড়েন। তখনই আপ লাইনে আসা বন্ধন এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি। জানা গিয়েছে, হেডফোন কানে দিয়ে রেললাইন পারাপার করছিলেন। সেই সময় অনেকেই চিৎকার করেন। তবে সে শব্দ শুনতে পাননি তরুণী।

আহত ১১

● **প্রথম পাতার পর** অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া প্রভৃতি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গতকাল চালু হওয়া প্রতি ঘরে সুশাসন দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জনগণের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচি সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা বা কোথাও ঘাটতি রয়েছে কিনা তা সংবাদমাধ্যমই তুলে ধরবে। জাতীয় প্রেস দিবসে তিনি রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তিনি প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া গঠনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, সাংবাদিকগণ সমাজ জীবনের দর্পণ। সুস্থ সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতোই তথ্যও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি। অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেস দিবস বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ।

জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় প্যানেল ডিসকাশন। প্যানেল ডিসকাশনের থিম ছিল ‘মিডিয়া ইন এন এরা অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স’ ও ‘শেপিং এ ফিউচার অব রাইটস ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এস এ ড্রাইভার ফর অল আদার হিউম্যান রাইটস’। এই দুটি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন প্যানেল ডিসকাশনের চেয়ারম্যান ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ, ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকার এক্সিকিউটিভ এডিটর মানস পাল, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে ও নর্থ ইস্ট কালার্স পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব দেব।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যপাল বলেন, হাসপাতালে এমন একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত যাতে হাসপাতাল সম্পর্কে কোন ভয় না থাকে। তাছাড়াও রাজ্যপাল আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন।

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনের পর রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লুএজিএমসি'র কাউন্সিল রুমে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা, এজিএমসি'র প্রিন্সিপাল, কলেজ স্টাফ, জিবি হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে এজিএমসি'র প্রিন্সিপাল আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, এমবিবি ও পিজি কোর্সের আসন ইত্যাদি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন।

রাজ্যপাল সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলিতে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হলে লোকজন বেসরকারি হাসপাতালমুখী হবেন না। বৈঠকে এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মীরা রাজ্যপালকে সম্বর্ধনা জানান।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**বাস্তবায়ন করছে। আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভ-াচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অন্ন, ব', বাসস্থানের মতোই তথ্যও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি। অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেস দিবস বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের শিল্পীগণ।

জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় প্যানেল ডিসকাশন। প্যানেল ডিসকাশনের থিম ছিল 'মিডিয়া ইন এন এরা অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স' ও 'শেপিং এ ফিউচার অব রাইটস : ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এস এ ড্রাইভার ফর অল আদার হিউম্যান রাইটস'। এই দুটি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন প্যানেল ডিসকাশনের চেয়ারম্যান ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ, ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকার এ'কিউটিভ এডিটর মানস পাল, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে ও নর্থ ইস্ট কালার্স পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব দেব।

সাতদিন পরও অধরা আততায়ীরা, পানাগড় হত্যাকান্ডে কিনারা করতে অথৈ জলে পুলিশ

দুর্গাপুর, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) সাতদিন অতিক্রান্ত। পানাগড় হত্যাকান্ডে অধরা আততায়ীরা। বহিরাগত আগন্তুককে হণ্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। খুনের কিনরা করতে কার্যত অথৈ জলে পড়েছে তদন্তকারী পুলিশ। এবার ঘটনার তদন্ত শুরু করল সিআইডি ও আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের গয়েন্দা বিভাগ।প্রসঙ্গত, গত ১০ নভেম্বর দুপুরে পানাগড় সারদাপল্লী বিশ্বকর্মা পরিবারে নাতি, নাতনি সহ দিদিমার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে একাধিক যেমন প্রশ্ন উঠেছে। তেমনই রহস্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

নিহত বৃদ্ধা সীতা দেবী (৭০) ও সনু বিশ্বকর্মার (২১) বাড়ি ঝাড়খণ্ডের থার্মাল বোকারোয়। ঘটনায় জানা গেছে, সিমরনের বাবা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা পেশায় কর্মকার। পানাগড় বাজারে তার কামারশাল রয়েছে। অসুস্থ তার বড় মেয়েকে দেখতে সস্ত্রীক আসামে গিয়েছিলেন ধনঞ্জয়। বাড়িতে ছিল ছোট মেয়ে সিমরন, তার শ্বাশুড়ি সিতা দেবী ও শালিকার ছেলে সনু এসেছিল। ঘটনার পর ওইদিন সকালে এক হেলমেট পরিহিত মোটরবাইকে আগন্তুকের দিকে রহস্যের আঙ্গুল ওঠে। যাকে এদিন সিমরান হাত ধরে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল। এমনটাই জানিয়েছে সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা। সে প্রসঙ্গে সিমরনের মা প্রতিমাদেবী জানিয়েছিলেন,' কে এসেছিল জানি না। অমনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মেয়ে সিমরনের। না ডাকলে বাড়িতে আসে না সে। অমন ছাড়া অন্য কারও হাত ধরে না মেয়ে।' যদিও পুলিশ ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পরে আরও জানা গেছে, সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি দেবীর বাড়িতে বাইরের লোকজন আসা যাওয়া করত। সিমরনের বাবা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা জানান,' ভাইয়ের বাড়িতে পাড়ার সাহিদ নামে একজন যুবক নিয়মিত আসত। এছাড়াও রেয়াজ নামে রাঁচির এক যুবক আসত। বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতি ওই যুবকরা আসার জন্য আপত্তি জানিয়েছিলাম। সমাজে বিষয়টি দৃষ্টিকটু লাগত।' প্রশ্ন, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে বাইরের লোকজন বাড়িতে আসা নিয়ে কি দুই ভাইয়ের পরিবারে বিবাদ চলছিল? তাহলে কি কাকিমার বাড়ীতে লোকজন আসায় জোরালো আপত্তি তুলেছিল সিমরন? যে কারনে সিমরনের সঙ্গে তার কাকিমার সম্পর্কের তিতক্তা ছিল। এবং ঘটনার দিন আগন্তুকের কোন ছবি মোবাইলে তুলেছিল সিরমন? যার জন্য তাদের মোবাইল ফোনগুলিও লোপাট করে দেয় দুস্কৃতীরা। যদিও সেসব পুলিশি তদন্ত সাপেক্ষ। ঘটনার তদন্তে পুলিশ সিমরনের কাকু-কাকিমাকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাদের মোবাইল ফোনগুলিও আটক করে রেখেছে।যদিও এবিষয়ে সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি দেবী সাফাই দিয়ে জানান,' সাহিদের সঙ্গে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক। সেকারনে আসত। তবে লকডাউনের পর দেড় মাস আগে একবার এসেছিল।' তিনি আরও বলেন,' এমনকি এই সম্পর্কের জন্য স্বামীর সঙ্গে অশান্তি চলছিল। এবং এই অশান্তি ডিভোর্স দেওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। পরে সেটা মিটে যায়।' বৃহস্পতিবার সিমরনের বাবা ধনঞ্জয়বাবু জানান,' সাতদিন হয়ে গেল। বাড়িতে তিনজন খুন হয়ে গেল। কোন কিনারা হল না। ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছি। এবং আমরা হতাশায়।' স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস জানান,' খুব মর্মান্তিক ঘটনা। এধরনের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। খুব শীঘ্রই খুনের কিনারা করতে পারবে পুলিশ।' যদিও বুধবার বিকালে সিআইডির প্রতিনিধি দল তদন্তে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল-দুর্গাপুরের গয়েন্দা বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা তদন্তে ঘটনাস্থলে আসেন। একই সঙ্গে ঘটনার দিন পরিবারের লোকজনের বয়ান অনুযায়ী ওইসময় এলাকায় মোবাইল ফোনের ট্রাকিং করে। কাঁকসা এসিপি সুমন জয়সওয়াল জানান,' ঘটনার তদন্ত চলছে।'

গিরিকন্যাকে বৌমা করে ঘরে আনছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): মাঝে মাত্র আর কটা দিন। আগামী ডিসেম্বরের ৬ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ছেলের সঙ্গে কার্শিয়ংয়ের মেয়ের বিয়ে হবে।পাত্র হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্তিকবাবুর পারিবারিক সূত্রে খবর, আবেশ কেপিসি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়েছেন। সেই সময়ে তাঁর এক সহপাঠীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁর সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে। এও জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী গত বছর একবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে আবেশের সেই সহপাঠীকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন। সম্ভবত এর পরই দার্জিলিংয়ের জনসভায় ওই কথা বলেন মমতা।ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই আবেশের বিয়েতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন। তারপর ৬ তারিখ বিয়ে। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের পরই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন বলে খবর।বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে এর আগে কলকাতার বাইরে দূরে কোথাও একমাত্র বিয়ে হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রুজিরার সঙ্গে অভিষেকের বিয়ে হয়েছিল দিল্লিতে। সেই বিয়েতে তৃণমূলের সব সাংসদ নিমন্ত্রিত তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে মন্ত্রী, নেতা অনেকেই গিয়েছিলেন।জানা গিয়েছে, আবেশের বিয়েতে বরযাত্রীর সংখ্যা থাকবে একেবারে হাতেগোনা। পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু লোকজন ছাড়া মন্ত্রীসান্ত্রী কমই থাকবেন। একমাত্র ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাস বরযাত্রী হিসাবে যেতে পারেন।গত বছর মার্চ মাসের শেষে দার্জিলিং সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবার প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে জনসভাও ছিল। সেই মঞ্চে তিনি বলেছিলেন, “আমাদের পরিবারের একজনকে বিয়ে দিচ্ছি। পাহাড়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওকে বাড়ির বৌমা করে নিয়ে যাব। আপনাদের বাড়ি এখন আমারও বাড়ি।”

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কার বিয়ে হচ্ছে তা নিয়ে তখন কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। কৌতূহল তৈরি হয়েছিল সেই ‘পাহাড়ের মেয়েকে’ নিয়েও। এতদিনে তা পরিষ্কার হল।

শক্তি বাড়িয়ে আরও এগোল নিম্নচাপ সতর্ক করল আবহাওয়া দফতর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের। বৃহস্পতিবার সকালেই সাগরে ঘনিয়ে ওঠা ওই দুর্য়োগ সাধারণ নিম্নচাপ থেকে পরিণত হয়েছিল গভীর নিম্নচাপে। বিকেলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই গভীর নিম্নচাপ পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে। আর যদি তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তবে তার নাম হবে ‘নিধিলি’।নিম্নচাপের জেরে বুধবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। তার পরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কিছু জেলায় রোদ উঠেছিল ভাইফোঁটার দিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবশ্য আর রোদের দেখা মেলেনি। কলকাতা তো বটেই, তার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরের আকাশ ছিল মেঘলা।পরে বেলা বাড়তেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টিও শুরু হয় কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায়। পরে হাওয়া অফিস জানায়, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়তে শুরু করেছে নিম্নচাপের। শুক্রবার রাতের মধ্যেই তা পরিণত হতে পারে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে। যার হাওয়ার গতি ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত।শুক্রবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। এরমধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অন্যান্য জেলাগুলি যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়াতে হতে পারে বৃষ্টি। এছাড়াও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সেভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।আবহাওয়া দফতরের দেওয়া শেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত বাংলার দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে ওই নিম্নচাপ। বুধবার রাতে দিঘা থেকে এই তার দূরত্ব ছিল ৬৭০ কিলোমিটার।বৃহস্পতিবার দুপুরে তা অনেকটাই এগিয়ে এসে অবস্থান করছে দিঘা উপকূল থেকে ৪১০ কিলোমিটার দূরত্বে। প্রতি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার গতিবেগে সাগর থেকে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে এই নিম্নচাপ।

বিশ্বভারতীর বিতর্কিত ফলক বদলের নির্দেশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের

বোলপুর, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : বিশ্বিভারতীর বিতর্কিত ফলক বদলের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। এই মর্মে একটি প্রাথমিক বয়ানও বিশ্বভারতীকে পাঠিয়েছে মন্ত্রক । তাতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম রয়েছে। তবে মন্ত্রকের পাঠানো বয়ানে কোন আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নাম নেই। অর্থাৎ, প্রাক্তন উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বসানো বিতর্কিত ফলক এবার বদলাতে চলেছে।১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনকে ”ওয়ার্ল হেরিটেজ” বা ”বিশ্ব ঐতিহ্যের” তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। তারপরেই ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ, রবীন্দ্রভবন ও গৌরপ্রাঙ্গণে তিনটি শ্বেত পাথরের ফলক বসিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তাতে আচার্য্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উপাচার্য্য হিসাবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম থাকলেও ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র।তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ১৪ দিন ধরে টানা আন্দোলন করে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী, বিধায়ক-সাংসদেরা। সরব হয় বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতারাও। বর্তমানে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য্য হয়েছেন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক। তাঁকে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।জানা গিয়েছে, মন্ত্রকের তরফে বিতর্কিত ফলক বদল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে ফলকে কি লেখা হবে তার একটি বয়ানও বিশ্বভারতীকে পাঠিয়েছে মন্ত্রক। সেই বয়ান অনুযায়ী, ”১৯২১ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারা ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী। এই শান্তিনিকেতন উদ্ভাবন ও সম্প্রীতির চেতনাকে লালন করে”, একথা উল্লেখ রয়েছে। তবে মন্ত্রকের বয়ানে নেই আচার্য্য ও উপাচার্য্যের নাম। অর্থাৎ, এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য থাকাকালীন বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বসানো বিতর্কিত ফলক বদল করা হবে। এই নির্দেশ আসতেই খুশির হাওয়া শান্তিনিকেতনে। কারন, এই ফলক নিয়েই দীর্ঘ দিন ধরে উত্তাল ছিল শান্তিনিকেতন।

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টার

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। জঙ্গিদের চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার সামনু গ্রামে সন্ত্রাসবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে এনকাউন্টার শুরু হয়। সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস (আরআর) এবং সিআরপিএফের একটি যৌথ দল ওই এলাকায় সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

মানিক

● **প্রথম পাতার পর**
বিলোনীয়া শহরের রাজপথ ধরে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে মিছিলটি থানা চৌমুহনী হয়ে পুরাতন মোটরষ্ট্যান্ড হয়ে একনং টিলাতে এসে শেষ হয়েছে। এইদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দও, বিধায়ক দীপংকর সেন ও অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলির সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোৎস্না দাস সহ বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

মৃত এক

● **প্রথম পাতার পর** আর এতেই পলাশ দাসের হাতে গুরুতর জখম হয়েছে গুপী মোহন ত্রিপুরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। আর তাতেই শুরু হয় উত্তেজনা।

ঘটনার পরেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে পলাশ পালের বাড়ি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। গুপী ত্রিপুরার আত্মীয়-স্বজনের দাবি অভিযুক্ত পলাশ দাশকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। যদিও পুলিশ ইতিমধ্যে পলাশ দাশকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলেছে। আইজি মানচাক ইপ্পার জানিয়েছে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে, দোষীরা যাতে শাস্তি পায় সে ব্যবস্থা করা হবে।

রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর** উপকূলে পৌঁছাবে এই নিম্নচাপ। এর ফলেই রাজ্যজুড়ে হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম বিভাগ।

াঙ্গন

কোচ বিহার ট্রফি : জয়ের লক্ষ্যে প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা আজ চন্ডিগড়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আগামীকাল থেকে অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ চন্ডিগড়। ওই রাজ্যের সেক্টর ১৬ মাঠে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। সবুজ ঘাসে ভরা ওই রাজ্যের ২২ গজ। তাই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৬ ব্যাটসম্যান এবং ৫ বোলার নিয়ে দল সাজাবে ত্রিপুরা। ম্যাচের ২৪ ঘন্টা আগে ৫ ব্যাটসম্যান ঠিক করা হলেও ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান কে হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। আপাতত যে সিদ্ধান্ত প্রথম একাদশে ব্যাটসম্যান হিসাবে থাকবেন অধিনায়ক দ্বীপজয় দেব, সহ অধিনায়ক দেবাংশু দত্ত, দীপঙ্কর ভাটনগর,সপ্তজিৎ দাস এবং প্রীতম দাস। ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে থাকতে পারেন ধৃতিমান নন্দী।

জোরে বোলার হিসাবে প্রথম একাদশে খেলবেন দ্বীপায়ন দাস, অভিক পাল এবং বিশাল সিনহা। স্পিনার হিসাবে থাকবেন রাকেশ রুদ্রপাল এবং অর্কজিৎ রায়। যেহেতু সবুজ ঘাসে ভরা ২২ গজ, তাই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে টসে জয়লাভ করলে প্রথমে ফিল্ডিং নেবে ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ২ ঘন্টা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। সেক্টর ১৬ মাঠেই। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে দীর্ঘসময় নেটে অনুশীলন করেন ব্যাটসম্যান-রা। মরশুমে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ভরাডুবি খাচ্ছে ত্রিপুরা। ওই অবস্থায় সবুজ উইকেটে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা কতটা লড়াই করতে পারবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সন্দেহ। ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছেন, ছেলেরা ৪ দিনের ম্যাচে ঘুরে দাড়াবেই।

স্পোর্টস কাউন্সিলে মিতালী সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। এশিয়ান মাস্টার্স আসরে সাফল্য অর্জনকারী অ্যাথলেট মিতালী দেবনাথ কে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ সচিবের অফিস কক্ষেই সচিব সুকান্ত ঘোষ পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয়তে মিতালী দেবনাথ কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হলেও ক্রীড়া পর্ষদ সচিবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন আগামী দিনে বিশেষ করে বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের লক্ষ্যে মিতালীর কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে বলে অনুমেয়। উল্লেখ্য, মিতালী দেবনাথ ফিলিপাইন্স এর নিউ ক্লার্ক সিটিতে গত ৮ থেকে ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ২২ তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন শিপে ১৫০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক অর্জন করে দেশের নামের পাশে ত্রিপুরার নামও উজ্জ্বল করেছেন।

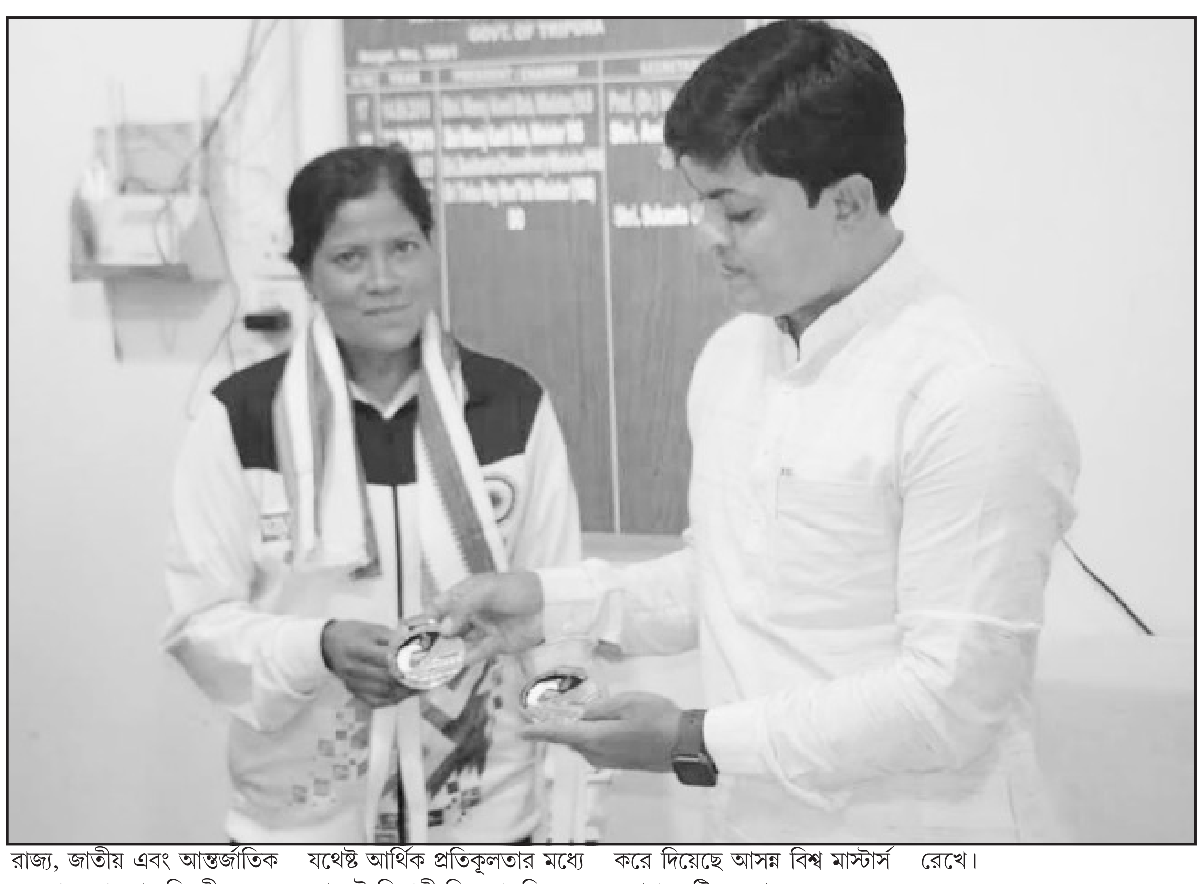

রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচুর পুরস্কার বিজয়ী হলেও যথেষ্ট আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেই মিতালী কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আসন্ন বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরকে লক্ষ্য রেখে।

ব্যাঙ্গালুরুতে সিনিয়র মহিলা ফুটবল রাজ্যদল ঘোষিত, রওয়ানা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ঘোষিত হলো ত্রিপুরা দল। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আসর। উদ্বোধনী দিনে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ স্বাগতিক কর্ণাটক। ২৫ নভেম্বর সিকিম, ২৭ নভেম্বর অসম, ৩০ নভেম্বর ছত্তিশগড় এবং ২ ডিসেম্বর ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ কেরল। ওই আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ২২ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করেছেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অমিত চৌধুরি।

আসরে শক্তিশালী গ্রুপে রয়েছে ত্রিপুরা। একঝাঁক জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ কোচ সুজিৎ ঘোষ। তবে তিনি বিশ্বাস করেন মেয়েরা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করবে। এদিন সকালে অনুশীলন করেন ত্রিপুরা দলের মহিলা ফুটবলাররা। শুক্রবার সকালে হবে শেষ প্রস্তুতি। শনিবার ভোরের ট্রেণে রওয়ানা হবে রাজ্যদল। রাজ্য সংস্থার কর্তারাও বিশ্বাস করেন লড়াই করবে ত্রিপুরার মেয়েরা। ঘোষিত দল: রিঙ্কি খাতুন, ত্রিসা দেবনাথ, সীমা দেববর্মা, রতিকা রিয়াং, প্রীথা ত্রিপুরা, উমা রাণী জমাতিয়া, সোনিয়া সিনহা, অম্লাবতি রিয়াং, অঞ্জনা ত্রিপুরা, সম্পীলি জমাতিয়া, অঞ্জলী দেববর্মা, মারিণা জমাতিয়া, ধনিতা রিয়াং, প্রীতি জমাতিয়া, শাকচাওতি রিয়াং, শ্রীয়া দেব, মৌসুমী ওরাং, বিনাতা সিনহা, বাসন্তি রিয়াং, নীশা জমাতিয়া, স্নেহা দেবনাথ এবং প্রীয়া জমাতিয়া। কোচ: সুজিত ঘোষ, ম্যানেজার: মণি কর্মকার।

এশিয়ান জুনিয়র টেনিস আসরে ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাস ও টেনিস সেন্টার, দশরথ স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত দ্বিতীয় এশিয়ান অনূর্ধ ১৬ র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৩-এ বয়েজ সিঙ্গেল ইভেন্টের ফাইনালে প্রবেশ করেছে ত্রিপুরার প্রতিভাবান ছেলে টুইজিলাং দেববর্মা। আজ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে, তুইজিলাং দেববর্মা বয়েজ সিঙ্গেলস ড্রয়ে তৃতীয় বাছাই তেজস রবিকে সরাসরি ৬-১, ৬-৩ ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। এই জয়ের সুবাদে তুইজিলাং ড্রয়ের নিচ থেকে, ৪র্থ বাছাই মোঃ আদিল ২য় বাছাই রৌনক কাশ্যপকে দীর্ঘ ৬-০, ৫-৭, ৬-৪ ব্যবধানে পরাজিত করে স্থানীয় ফেভারিটের সাথে শীর্ষস্থানীয় লড়াইয়ে নামলেন। গার্লস সিঙ্গেলস ফাইনালে, আকৃতি নারায়ণ সোনকুসারে, ড্রয়ে শীর্ষ বাছাই দল। দ্বিতীয় বাছাইকৃত আকাংশা ঘোষের বিরুদ্ধে প্রায় আড়াই ঘন্টা লড়াই করে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ৬-৪, ১-৬ ও ৬-৩-এ ঘোষকে পরাজিত করেছিল। আগামীকাল চূড়ান্ত ম্যাচগুলো শুরু হবে সকাল সাড়ে ৮টায় এবং এরপর সকাল ১১টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন।

মিস্টার ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আগামী ১৮ নভেম্বর, শনিবার ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে রাজ্যে প্রথমবারের মতো মিস্টার ত্রিপুরা ২০২৩ বডিবিল্ডিং এন্ড ম্যান ফিজিকস চ্যাম্পিয়নশিপ হতে যাচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়ন শিপে বহি:রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক বিচারকের একটি দল আসবে। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দুজন আন্তর্জাতিক পুরুষ বডি বিল্ডার এবং একজন আন্তর্জাতিক মহিলা বডি বিল্ডার। এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ-১৫ গার্লস জাতীয় ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশ-ত্রিপুরা মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। লক্ষ্য একটাই, লড়াই করা। তা মাথায় রেখেই শুক্রবার মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। ছত্তিশগড়ের বি টি গ্রাউন্ড মাঠে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। ওই ম্যাচে মাঠে নামার আগে বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয় ত্রিপুরার বালিকা ক্রিকেটাররা। এদিন সকালে প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা অনুশীলন করে পারমিতা চক্রবর্তী-রা। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলন করানো হয়। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৫ ব্যাটসম্যান ২ অলরাউন্ডার এবং ৪ বোলার নিয়ে দল সাজাবে ত্রিপুরা। তবে চতুর্থ বোলার কে হবে তা ম্যাচের আগে চূড়ান্ত হবে। আপাতত ম্যাচে ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলবে সহ অধিনায়িকা শায়ন্তিকা নমঃ দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, দীপা নমঃ দাস এবং ইন্দ্রা বড়ুয়া। অলরাউন্ডার হিসাবে থাকবে নন্দিতা দাস, সুস্মিতা তেলী। বোলার হিসাবে খেলবে অধিনায়িকা পারমিতা চক্রবর্তী, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া এবং রেবিকা নোয়াতিয়া। ত্রিপুরা দলে একঝাঁক নতুন মুখ হওয়ায় মেয়েরা কতটা লড়াই করতে পারবে তা নিয়ে সন্দিহান। তবে কোচ নারায়ন দে বিশ্বাস করেন, মেয়েরা লড়াই করবে। ভালো খেলার চেষ্টা করবে। মধ্যপ্রদেশকে সহজে জয় পেতে দেবে না মেয়েরা। উইকেটে ঘাস থাকলেও ত্রিপুরা টসে জয়লাভ করলে প্রথমে ব্যাট নেবে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় স্কুল জুডোয় ত্রিপুরার অনুপম চাকমার ব্রোঞ্জ পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।।জাতীয় আসরে ত্রিপুরার জুডোকা ব্রোঞ্জ পদক পয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় স্কুল ক্রীড়া আসরের জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ। জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় জুডো ইভেন্টে অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রতিভাবান জুডোকা অনুপম চাকমা তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষার্থীর জাতীয় আসরে পদক জয়ের সাফল্যে সংশ্লিষ্ট কোচ এবং স্কুল তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মহিলার নাম শ্রীমতি জিনিয়া দেববর্মা বয়স ৩৫ বৎসর, স্বামি- আকদ মিয়া, ঠিকানা- মোহনপুর, থানা- কমলগুর, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-ফর্সা, উচ্চতাঃ-৫.২" ফুট, পরনে চুড়িদার, উক্ত মহিলা গত ০৮/১১/২০২৩ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় চিকিৎসার জন্য বাহির হইয়া যায় ।তার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কমলপুর খানায় গত ০৯/১১/২০২৩ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৭, উ উক্ত বিষয়ে তন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

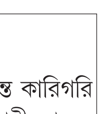

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

ICA/D-1284/23

পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অফিসার, ফ্যাকাল্টি, ল্যাবটেকনিশিয়ান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারিগরি পেশায় গেছে যে কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের একাংশ কর্মচারী তাদের নির্ধারিত ডিউটির সময়ে যথাযথ ড্রেস কোড বজায় রাখছেন না। একজন সরকারি কর্মচারী এবং দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসাবে অবশ্যই তাঁদের নির্ধারিত উপযুক্ত পোষাক পরতে হবে। তাছাড়া তাদের নেমপ্লেট এবং পরিচয়পত্র প্রদর্শিত থাকতে হবে, যা একজন ব্যক্তির সনাক্তকরণের জন্য বাধ্যতামুলক। এই আদেশের অবমাননা করলে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।

ডঃ সুপ্রিয় মরিক
স্বাস্থ্য ভথিকতা

ICA/D-1282/23

PNIT NO.: 46/EE/MNP/PWD(R&B)/2023 Date 08/11/2023

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1. i)	PNIT No. 46/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 & DNIT No.43/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 2nd Call.	Upto 3.00 pm On 27/11/2023	At 4.00 pm on 27/11/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Go or of Tripura)

ICA/C-3148/23

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাতীয় প্রেস দিবসে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ স্কিমে রাজ্যে ২ লাখ ২২ হাজার ৯৫৫ জন কৃষক টাকা পেয়েছেঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর : ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী কিসান স্কিমের আওতায় কৃষকদের পকেটে এখন পর্যন্ত ৬৪০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঢুকেছে। ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৫৫ জন কৃষক ওই টাকা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, গতকাল বুধবার ১৫তম কিস্তি বাবদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার কৃষকদের কাছে ৪৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষান স্কিমের আওতায় কৃষকরা দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছেন। প্রতি বছর দেশের কৃষকরা ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, কৃষকদের আয় বাড়ানো এবং তাঁদের বাঁচিয়ে রাখাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, গ্রাম, গরীব ও কৃষকদের উন্নয়ন বিজেপি সরকারের মূল নীতি।

আজ কৃষি মন্ত্রী জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে, পরিণাম দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাম আমলে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে কৃষকদের মাসিক আয় ছিল ৬৫৮০ টাকা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সেই আয় বেড়ে হয়েছে ৮৯৮২ টাকা। তাঁর কথায়, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যের নিজস্ব সমীক্ষায় দেখা গেছে কৃষকদের আয় বেড়ে হয়েছে ১১০৯৬ টাকা। কিন্তু, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সেই আয় আরও বেড়ে ১৩৫৯০ টাকা হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

এদিন কৃষিমন্ত্রী এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কিষান স্কিমের আওতায় ত্রিপুরায় জেলাভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ধলাই জেলায় ৩৫৮৩৭ জন কৃষক ১০৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, গোমতী জেলায় ৩১৮২৫ জন কৃষক ১০২ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, খোয়াই জেলায় ২১৯৭১ জন কৃষক ৫৮ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৮৯৪৭ জন কৃষক ১১৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, সিপাহীজলা জেলায় ২৭৪০৭ জন কৃষক ৭৩ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩১৯৯৫ জন কৃষক ৯৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, ঊনকোটি জেলায় ১৬০৮৩ জন কৃষক ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৮৮৯০ জন কৃষক ৪৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা পেয়েছেন।

জাতীয় প্রেস দিবসে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় বিশালগড় প্রেসক্লাবের কক্ষে জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হয়।প্রেসক্লাবে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহ-সভাপতি সমীর ভৌমিক, মান্নান হক, সম্পাদক তাজুল ইসলাম,সহ সম্পাদক জীবন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ হারাধন দেবনাথ, কিশোর দেবনাথ এবং গৌতম ঘোষ প্রমুখ। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস দিবস প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পালন করা হয়। বিশালগড় প্রেসক্লাবের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ হয়।আলোচনা পর্ব শেষে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের তরফে বিশালগড় বাজারের রিকশা ও ঠ্যালা শ্রমিক বন্ধুদের মধ্যে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের অভিযোগ ধর্মনগরের দুই হোটেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ নভেম্বর।। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দুটি হোটেলের বিরুদ্ধে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অভিযোগ উঠে এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ধর্মনগরের হোটেল বাঙালিয়ানা ও তনুশ্রীর বিরুদ্ধে উঠেছে এই অভিযোগ।

উল্লেখ্য তনুশ্রী- এর পূর্বের মালিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থাকাকালীন হোটেলের অবস্থা বেশ ভালই ছিল কিন্তু এখন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রয়েছে বাঙালিয়ানার মালিক। তাই দুটি হোটেলের অবস্থা খুবই করুণ বলে অভিযোগ। সাধারন মানুষ শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ায় দল বেঁধে বেঁধে প্রতিদিন রকমারি খাবারের জন্য ভিড় জমায় ওই হোটেলগুলোতে। কিন্তু যদি রান্নাঘরের অবস্থা এবং রান্নাঘরের ব্যবহৃত জল ও দ্রব্যাদি অবস্থা দেখে একপ্রকার চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম।

এদিকে চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার বলেছেন উনি নিজেও এই অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কোন ধরনের দুর্নীতি কে তিনি আশ্রয় দেন না। বর্তমানে কিছুটা উচু পদে চলে যাওয়ায় এখন উনার নাম ভাঙ্গিয়ে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তাদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে খাদ্য দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ সব ধরনের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শীত ঘুমে আচ্ছন্ন। বর্তমান উত্তর জেলা শাসক এবং সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন বলে দিয়েছেন যেসব ব্যবসায়ীরা সরাসরি মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করছে তারা নির্ধারিত গুণগত মান ও পরিচ্ছন্নতা মানছে কিনা তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবিলম্বে এই বিষয়ে প্রশাসন যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন না করে তবে এই অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে শহরবাসী রোগ ভোগে ভুগবেন ত আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২৬৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ নভেম্বর।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১২ চাকার লরিতে তল্লাশি ২৬৩ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সাথে গাড়ি চালককে আটক করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজারের বাজার মূল্য আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা। আজ দুপুর ১২টা নাগাদ এনএল০১এজি৫৮৭৯ নম্বরের বারো চাকার খালি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৯ প্যাকেটে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৯ প্যাকেটে মোট ২৬৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাথে আটক করা হয়েছে এডিনগর থানার ভট্ট পুকুর এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র সরকারকে (৬৪)।

তিনি আরও জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত গাঁজার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ টাকা। গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে বহিঃ রাজ্য গৌহাটির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ।

মূল্যস্ফীতি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চুপ থাকার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে নিজের ভালোকাজ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ে কথা বলছেন না।

রমেশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের উপরে রয়েছে। অক্টোবরে তা ছিল ৬ দশমিক ৬১ শতাংশ। ডাল, ফল, চিনিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া। আগামী কয়েক মাসে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার পূর্বাভা

রমেশ এদিন আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি যত বড় কথাবার্তাই বলুক না কেন, সত্যি হল এই যে সাধারণ ও গরিব মানুষ মূল্যস্ফীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির কারণেই জনগণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে ।

বাংলাদেশে তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে ৪৮ ঘন্টার হরতালের ডাক বিএনপির

ঢাকা,নভেম্বর ১৬।। বাংলাদেশে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে রবিবার থেকে সারাদেশে ৪৮ ঘন্টার হরতালের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।বুধবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম হাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, রবিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ ধর্মঘট চলবে। রিজভী বলেন, নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ গ্রেপ্তার সব নেতা-কর্মীকে মুক্তি দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিকরতে তারা হরতাল পালন করবেন। গণ অধিকার পরিষদ, লেবার পার্টিসহ কয়েকটি বিরোধী দলও একই সময়ে ৪৮ ঘন্টার হরতালের ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে, তফসিলের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোট (এলডিএ) বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল এবং গণতন্ত্র মঞ্চ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালন করে। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করতে এবং নির্দলীয় প্রশাসনের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে বুধবার সকাল ৬টা থেকে দেশব্যাপী ৪৮ ঘন্টার সড়ক-রেল-নৌপথ অবরোধ ঘোষণা করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো। এটি ছিল বিরোধী দলগুলোর পঞ্চম ধাপের অবরোধ কর্মসূচি। নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে ২৯ অক্টোবর দেশব্যাপী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালন করেন তারা। এই কর্মসূচি চলাকালে বেশকিছু যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ-হামলা এবং ৩ জন নিহতের ঘটনা ঘটে। গত ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির বহুল আলোচিত মহাসমাবেশ শুরু হওয়ার মাত্র দেড় ঘন্টা পর কাকরাইলে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নয়াপল্টনে সহিংস সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে সমাবেশ মাঝপথে পণ্ড হয়ে যায়।

সম্পত্তির লোভে বাবা মাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ নভেম্বর।। কৈলাসহর থানাধীন ভাটিজলাই ৩নং ওয়ার্ড এলাকায় এক কুলাঙ্গার ছেলের হাতে আক্রান্ত পিতা, মাতা ও বোন। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা প্রেমানন্দ শব্দকরের ছোট ছেলে প্রথিকৃৎ শব্দকর প্রায় সময়ই জায়গা সম্পত্তি নিয়ে তাদেরকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরিবারের সবাইকে সরিয়ে গোটা সম্পত্তি সে একাই ভোগ করতে চাইছে বলে অভিযোগ।

আজ সেই জায়গা সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রথিকৃত শব্দকর তার বোন এবং তার মাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক ভাবে মারপিট চালায়। এমনকি দা দিয়ে তার মা এবং বোনকে কোপাতে থাকে। যার ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তার মা এবং বোন।

ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে প্রথিকৃৎ শব্দকরের পিতা প্রেমানন্দ শব্দকর উনার স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁচাতে গেলে উনাকেও প্রথিকৃৎ শব্দকর মাটিতে ফেলে বেধড়কভাবে মারপিট করে। যার ফলে উনিও গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায়। স্থানীয়দের সাহায্যে প্রেমানন্দ শব্দকর উনার স্ত্রী ও মেয়েকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় ওরা তিনজন কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে প্রেমানন্দ শব্দকর উনার ছেলে প্রতিকৃত শব্দকরের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযোগমূলে প্রতিকৃত শব্দকরকে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে সে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। সম্পত্তির লালসায় অভিভাবকের উপর এধরনের অত্যাচারে ছি ছি রব উঠেছে এলাকা জুড়ে।

রাজ্যপাল সকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

আগরতলা।। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক রঙ্গনাথ আভুলা আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতকারের সময় তারা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। এছাড়াও আজ টিআরপিসি লিমিটেডের চেয়ারম্যান, রাজ্য পুলিশের আইজিপি জি এস রাও ও রেডক্রস সোসাইটির সদস্যরা রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মৃতদেহ সংকারকে ঘিরে উত্তপ্ত বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ নভেম্বর।। বিশালগড় কদমতলী এলাকায় মৃতদেহ সংকার নিয়ে মৃতের পরিবারের সাথে এলাকাবাসীর মধ্যে ঝামেলায় অশান্তি ছড়ায় গোটা এলাকায়। শেষ পর্যন্ত ছুটে আসতে হয়েছে তহশীলদার থেকে শুরু করে বিশালগড় থানার পুলিশকে।

ঘটনার বিবরনের প্রকাশ, এদিন সকালে এলাকার ৯৫ বছর বয়সি গোপাল চন্দ্র দাস নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুরনো প্রথা অনুযায়ী মৃতদেহ বাড়ির পাশে জঙ্গলে সংকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে আশেপাশে লোকজনেরা এসে মৃত গোপাল চন্দ্র দাসের পরিবারকে বাধা দেয়। এর থেকে শুরু হয় ঝামেলা।

এলাকাবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মৃতদেহ সংকার করতে দেয়নি এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং তহশীলদার। শেষ অব্দি মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে সংকার করতে বাধ্য হয়েছে গোপাল চন্দ্র দাসের পরিবার।

প্রশাসনিক কর্মীরা গোটা বিষয় নিয়ে জানিয়েছেন, মৃতের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে শ্মশান। পরিবারের পক্ষ থেকে সেখানে মৃতদেহ সংকার না করে বাড়ির পাশেই সংকার করতে চেয়েছিল পরিবারের লোকজনেরা। প্রশাসনিক কর্মীরা বলেছেন, যদি শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে তারা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কারণ বাড়ির পাশে খোলা জায়গায় মৃতদেহ সংকার করা হলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হবে, অপরদিকে এলাকার কচিকাঁচারা ভয় পাবে। তাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর মৃতদেহ সংকারের উদ্দেশ্যে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে।

ধর্মনগরে বিজেপির মহা জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ নভেম্বর।। ধর্মনগর বিধানসভা এলাকায় বিজেপি দলের শক্তি প্রদর্শন করতে আগামী ২০ নভেম্বর শাসক দল বিজেপির পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। ওই জনসভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, ধর্মনগর মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কান্তি নাথ, তাছাড়া ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, বিধানসভা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির প্রধান উপপ্রধানসহ সাধারণ জনগণ এবং পুরো পরিষদের কাউন্সিলাররা।অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ধর্মনগর বিধানসভা এলাকায় বিজেপি দলের শক্তি প্রদর্শন করা হবে ওই দিনের জনসভায়। প্রচুর মানুষ বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের চেষ্টা করলেও পুরনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিধায়ক শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষকে বিজেপি দলের পতাকা দিয়ে বরণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।এদিন তিনি আরো বলেন, যারা মহা জনসভায় যোগদানে অগ্রাধিকার এ রয়েছেন তারা হলো বামফ্রন্টের সিটুর নেতা এবং তখনকার হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কালিপদ দে ও তার সহযোগীরা, সংস্কৃতি প্রিয় কলামন্ডলের কর্ণধার সন্তোষ সূত্রধর এবং তার স্ত্রী, পিয়ারী মোহন মিউজিক কলেজের সুনন্দা নাথ এবং তার স্বামী হিল্লোল নাথ সহ কিছু নির্বাচিত সদস্য সদস্যা।

বিশালগড় মন্ডলে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিকালে মন্ডল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ভাই ফেঁটার অনুষ্ঠান।ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে ঘরে ঘরে ভাইফেঁটা উৎসব পালন করা হচ্ছে। বিজেপির মহিলা মোর্চার বিশালগড় মন্ডল কমিটির উদ্যোগে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উৎসব পালন করা হয়।বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ দলের কার্যকর্তাদের কপালে ফেঁটা দেন মহিলা মোর্চার দিদিরা। প্রত্যেক দিদিরা নিজ হাতে নাড়ু, পিঠে সহ নানান খাবার তৈরি করে নিয়ে আসেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব মহিলা মোর্চার কার্যকর্তাদের ভাইফেঁটার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন বিজেপির সরকার এবং দল মহিলাদের সম্মান এবং অধিকার দিয়েছে। তাদের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। এছাড়া এদিন সাংবাদিকদের কপালেও ফেঁটা দেন মহিলা মোর্চার দিদিরা। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, কোষাধক্ষ হারাধন দেবনাথ সহ সাংবাদিক জীবন সাহা, কুমার গৌরব রায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফেঁটা গ্রহণ করেন।

মহাকাশ গবেষণা নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বাস যাবে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। মহাকাশ বিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিকে সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার জন্য ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "ইসরো" কয়েকটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বাস তৈরি করেছে। এই বাসগুলোর নাম "স্পেস অন হুইলস"। ইসরোর সাথে বিজ্ঞান ভারতী হাত মিলিয়েছে এই বাসগুলোকে চালানোর জন্য। এই ধরনের একটি বাস আজ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরার তেইশটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে। এর ফলে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা কাছ থেকে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারবে; দেখার সুযোগ পাবে বিভিন্ন রকেট এবং উপগ্রহের মডেল। গোটা অনুষ্ঠানটির নাম রাখা হয়েছে "অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা"। "অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা"-র শুভ উদ্বোধন আজ সকাল সাড়ে ১১ টায় আগরতলা শিশুবিহার স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে সারা ত্রিপুরা থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর পাশাপাশি আলোজন করা হয় ক্যুইজ, মহাকাশ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, স্লাইড শো ইত্যাদি। আশা করা যায় অন্তরীক্ষ অভিযান যাত্রার ফলে ত্রিপুরার বহু ছাত্র-ছাত্রী আগামী দিনে মহাকাশ গবেষণায অনুপ্রানিত হবে। স্টেট অন হুইলস এর রাজ্য সমন্বয়কারী অয়ন সাহা এসংবাদ জানিয়েছেন।

বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরে প্রভুজীর আবির্ভাব তিথি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মন্দিরের প্রভুজীর আবির্ভাব তিথি উৎযাপন করা হয়েছে আজ। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্রীপাদ করুনেশ্বর মাধবদাস বাইখোড়া মন্দিরে আসার পর থেকে দক্ষিন জেলা জুড়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কর্মসূচী ও ধর্মীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রভুজীর উপস্থিতিতে বাইখোড়া ইস্কন মন্দির সমগ্র রাজ্যের মধ্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। কথায় আছে বাঙ্গালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বন। এই সকল পার্বন পালন করা হয় বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরে। আজকের দিনে সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকসমাগমের মাধ্যমে শ্রীপাদ করুনেশ্বর মাধব দাসের আবির্ভাব তিথি উৎযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রভুজির আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ভক্ত বৃন্দদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ নভেম্বর।। খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী পক্ষ থেকে বহুবার অভিযোগ তোলা হলেও দপ্তরের নেই কোন হেলদোল। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই প্রায় সময়ই খোয়াই বিভিন্ন স্কুলগুলিতে তালা ঝোলায় ছাত্রছাত্রী অভিভাবক সহ এলাকাবাসীরা। ব্যতিক্রম হয়নি বৃহস্পতিবার।

এদিন সকাল ৯টা থেকে প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথের বদলির প্রতিবাদে পূর্ব জাম্বুরা এলাকায় বিপ্লবী সূর্যসেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়েছে অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন গ্রামের প্রধান সহ শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত খোয়াইয়ের আইএস প্রবীণ কুমার দেববর্মা। সাত দিনের মধ্যে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিলে এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ স্কুলের মূল ফটকের তালা খুলে দিয়েছেন অভিভাবকরা। পরবর্তী সময় এ বিষয় নিয়ে খোয়াই আইএস প্রবীণ কুমার দেববর্মা জানান আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সুরাহা করা হবে। উনার বদলি স্থগিত করা যায় কিনা সে বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সাথে আলোচনা করেছেন। চেষ্টা করা হবে সঞ্জীব দেবনাথের বদলি স্থগিত করার জন্য বলে জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।